চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 September, 2020 ■ আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৫ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

না ফেরার দেশে

প্রণব মুখার্জী প্রয়াত

নয়াদিল্লি/কলকাতা/আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি. স.)।। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪। বিগত ২১ দিন ধরে দিল্লির সেনা হাসপাতলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বিগত কয়েক দিন কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য।মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার কারণে অস্ত্রোপচারের জন্য দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর লালারসের নমুনায় করোনা ধরা পড়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রণব মুখোপাধ্যায় এর পুত্র তথা কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় টুইট করে পিতৃবিয়োগের খবর দেশবাসীকে জানান। নিজের টুইট বার্তায় অভিজিতবাবু লিখেছেন চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং দেশবাসীর প্রার্থনা সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত দশ দিন ধরে শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হয়ে চলেছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির। সোমবার সকালে হাসপাতালে তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে সেপটিক শকে চলে গিয়েছেন তিনি। এরপর বেলার দিকে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় এই শোক সংবাদ দেশবাসীকে জানান।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় চাণক্য বলে পরিচিত প্রণব মুখোপাধ্যায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সামলেছিলেন। দু’দফা ইউপিএ সরকারের শরিকী ঐক্য বজায় রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অর্থমন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রকের মতন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময় দেশের রাষ্ট্রপতি হন। অবসর জীবনে বই পড়ে এবং লিখে সময় কাটাতেন।

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবরে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান হল। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং দেশের সব মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, ৮৪ বছর বয়েসে সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। বিগত ২১ দিন ধরে দিল্লির সেনা হাসপাতলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বিগত কয়েক দিন কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য।মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার কারণে অস্ত্রোপচারের জন্য দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর লালারসের নমুনায় করোনা ধরা পড়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হল।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে দেশ শোকাহত। রাষ্ট্রের উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখে গিয়েছেন। জ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা ছিলেন তিনি। দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অপরিসীম। বহু দর্শকের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনে তিনি একজন অসাধারণ সংসদ ছিলেন। অর্থমন্ত্রক সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বভার অসাধারণ দক্ষতায় তিনি সামলে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি ভবনকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষা, উদ্ভাবন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনকে। সরকারকে একাধিক ভাবে নিজের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় অন্তিম নাগরিক সম্মাননা

প্রণব মুখার্জী রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন আগরতলায় আসার পর পুর পরিষদের তরফ থেকে নাগরিক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছিল। ফাইল ছবি।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ
‘ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হল’

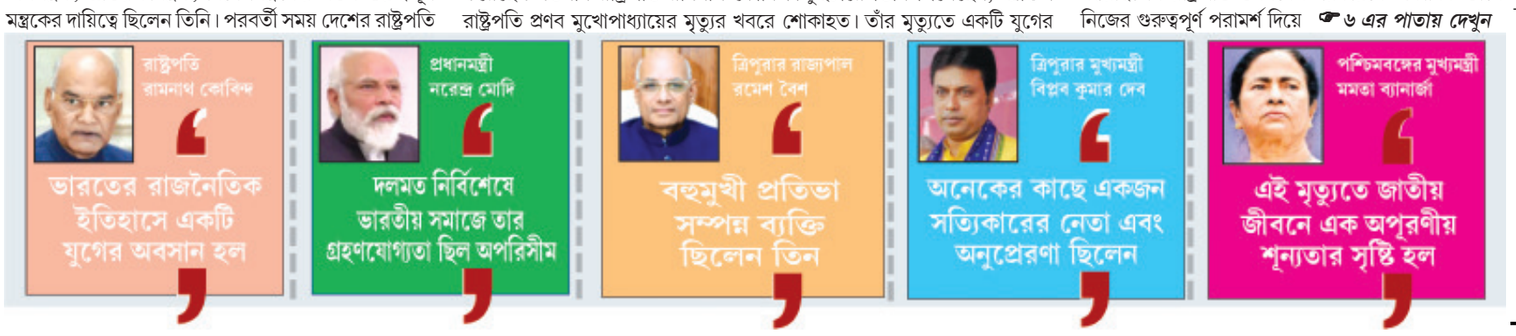

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
‘দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অপরিসীম’

ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈশ
‘বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিন’

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব
‘অনেকের কাছে একজন সত্যিকারের নেতা এবং অনুপ্রেরণা ছিলেন’

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী
‘এই মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল’

করোনায় আরও দশজনের মৃত্যু

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় করোনা মৃত্যুর সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে। আজ সোমবার একদিনে ১০ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ত্রিপুরায় মোট ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, এদিন নতুন করে ৫০৯ জন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এদিন ৩০৪৯ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। অন্যদিকে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ২২১ জনকে।

জানা গিয়েছে এদিন বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ কেন্দ্রে এন্টিজেনে পরীক্ষা করা হয়েছে ২২১১ জনের নমুনা। তাতে ৩৯৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এছাড়া আরটিপিসিআরে পরীক্ষা করা হয়েছে ৮৩৮ জনের নমুনা। তাতে ১১৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

সোমবার রাজ্যের যে ৫০৯ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে এর মধ্যে উত্তর জেলায় ২৩ জন, ধলাই জেলায় ২৭ জন, খোয়াই জেলায় ৪৩ জন, গোমতী জেলায় ৪২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩০ জন, ঊণকোটি জেলায় ৫২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩৪ জন এবং পশ্চিম জেলায় ২২৮ জন।

ত্রিপুরায় করোনায় মৃত্যুর মিছিল থামছেই না। বরং প্রতিদিন ভয়ংকর হচ্ছে করোনার প্রকোপ। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১১,৬৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭,৬৫৪ জন সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় আছেন ৩,৮৫৮ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার চিকিৎসায় গড়িমসি ক্ষোভে পথ অবরোধ জিবি হাসপাতালে

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে রোগীর পরিবার জিবি হাসপাতালের পথ অবরোধ করেছিল। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে যান। তাঁদের তৎপরতায় ওই নাবালিকার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। নাবালিকার মামা জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন এবং চিকিৎসকদের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেন।

আজ সোমবার আগরতলা ৭৯ টিলা ভাল্লুকটিলার বাসিন্দা হরিপদ শীল বলেন, বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য ছোট আকারে আয়োজন করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের। আত্মীয়স্বজনও এসেছিলেন। রান্নার জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার লাগাতে গিয়ে বিপত্তি হওয়ায় আগুন লেগে যায়। আগুনের শিখা ছড়িয়ে বেশ কয়েকজনের শরীরে লাগেউ কিন্ত আমার ভাগ্নি অর্মিতা শীল (১৮)-এর হাত অনেকটা পুড়ে যায়, বলেন তিনি। হরিপদ বাবু বলেন, দমকল কর্মীরা আসার আগেই ভাগ্নিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেইই ও নিট পরীক্ষায় কোনও অসুবিধা হবে না, দৃঢ়তার সাথে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। জেইই মেইন এবং নিট পরীক্ষার জন্য ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড় রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সমস্ত ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি থাকবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, সুদূর পূর্বোত্তরের রাজ্য ত্রিপুরায় নিট এবং জেইই মেইন পরীক্ষায় নথিভুক্ত ৬৮৬৮ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ১৩টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যপক আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন তিনি।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন, জেইই মেইন এবং নিট পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীদের কোনও ধরনের অসুবিধা হবে না। সেই লক্ষ্যে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই সকল পরীক্ষার্থীরা আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যত। করোনা-র সংক্রমণ থেকে তাঁদের সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। কোনও অসুবিধা হবে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

মেলারমাঠে পুকুরের জলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। সাতসকালে পুকুরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় রাজধানী আগরতলার মেলারমাঠে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

সোমবার ভোরে প্রাতর্ভমণকারীরা মেলারমাঠে পুকুরে এক ব্যক্তির ভাসমান দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এ-বিষয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক বলেন, মৃতদেহের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে স্নান করতে নেমে পুকুরের জলে তলিয়ে গেছেন তিনি।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই ব্যক্তিকে এলাকায় কখনও দেখা যায়নি। কেউ তাকে চেনেন নাউ মৃতদেহ কীভাবে পুকুরে এসেছে তাও বলা যাচ্ছে না। মদ্যপ অবস্থায় পুকুরের জলে নেমে ওই ব্যক্তি তলিয়ে গেছেন বলে স্থানীয়দের অনুমান। সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে ৩ সেপ্টেম্বর ১২ ঘণ্টা ত্রিপুরা বনধের ডাক কংগ্রেসের বিরোধিতায় বিজেপি

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহার ওপর হামলা এবং ত্রিপুরা জুড়ে লাগাতার সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যে ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাতে কংগ্রেসের ১৭টি শাখা সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। এদিকে কংগ্রেস আহূত বনধ-এর তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা বলেন, করোনা-প্রকোপের মধ্যে রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই। অতীতে গণতন্ত্র লুণ্ঠনকারীরা আজ সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগ এনে হাসির খোরাক হয়েছেন, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিৎবাবু বলেন, ইতিপূর্বে আমার ওপর একাধিকবার প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সারা ত্রিপুরায় কংগ্রেস এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর সারা ত্রিপুরায় ১২ ঘণ্টার বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শাসক সমর্থিত দুষ্কৃতীরা বিরোধীদের ওপর হামলা করছেউ বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে তারা। এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে। তাই বনধ ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না আমাদের কাছে। তিনি বলেন, করোনা-প্রকোপে মানুষের অবস্থা শোচনীয়, অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে না। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, করোনা-য় মারা যাচ্ছেন। এর প্রতিবাদেই বনধ ডাকা হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

কংগ্রেসের এই বনধ-এর তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, করোনা-প্রকোপের মাঝে রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই। তিনি বলেন, অতীতে মানুষের ওপর হামলা হলে দুষ্কৃতীরা পার পেয়ে যেত। কিন্তু এখন তাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। তারা গ্রেফতারের পর শাস্তির মুখে পড়ছে। সরকার পরিবর্তনের সুফল ত্রিপুরাবাসী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক সমস্যার অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। একাধিক সমস্যা নিয়ে সরব ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস আজ অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে। টানা দুই ঘণ্টার অবরোধে উভয়দিকে যান চলাচল ব্যহত হয়েছে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হয়েছে। যুব কংগ্রেসের অবরোধকারীদের পুলিশ আটক করার পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

এ-বিষয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস বলেন, চিটফান্ড, এডিসি-তে অনুন্নয়ন, নারী নির্যাতন এবং তিপ্রাল্যান্ডের বিরোধিতা সহ ১১ দফা দাবি আদায়ে আজ সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা ধলাই জেলার করমছড়ায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে। সকাল ১০টায় ওই অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল।

এদিনের অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বাপ্টু চক্রবর্তী এবং কৈলাসহর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আব্দুল মতিন সহ যুব কংগ্রেস নেতৃত্বগণ।

ধলাই জেলা পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা বলেন, যুব কংগ্রেস কর্মীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্তে মৃত্যু আইনজীবীর

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন আইনজীবী পদ্মা দত্তগুপ্ত। তিনি গতকাল শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। সোমবার দুপুরে তিনি প্রয়াত হয়েছেন তিনিউ তিনি ত্রিপুরার প্রথম আইনজীবী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রয়াত আইনজীবী সারা ভারত আইনজীবী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও এক বিধায়ক করোনা সংক্রমিত

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.)।। আরও এক বিধায়ক করোনা সংক্রমিত। সিমনা কেন্দ্রের আইপিএফটির বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা করোনা সংক্রমিত বলে সনাক্ত হয়েছেন। এই নিয়ে রাজ্যে পাঁচ বিধায়ক করোনা আক্রান্ত। তিনজন বিজেপির এবং দুইজন বিধায়ক আইপিএফটির।

পুর নিগম এলাকায় রাত্রিকালীন কারফিউর সময় বাড়ল, নতুন নির্দেশে লাগু রাত ৮টায়

আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি. স.)।। করোনা-র তাণ্ডবে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় রাত্রিকালীন কারফিউ-র সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রাত ৯টার বদলে ৮টা থেকে কারফিউ লাগু হবে। জারি থাকবে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডা: সৈলেশ কুমার যাদব ওই আদেশ জারি করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর থাকবে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে পুর নিগম এলাকায় মারাত্মকভাবে করোনা-র প্রকোপ বেড়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌচেছে ত্রিপুরা সরকার পুর নিগমের ১০টি নতুন করে সমীক্ষা চালিয়েছে। সাথে এন্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে। ১৪ দিন পুর নিগমের ৪, ৫, ৬, ১২, ১৩, ১৪, ২০, ২৬, ৪০ এবং ৪৬ এই ১০টি ওয়ার্ডে লাগাতর এন্টিজেন টেস্ট করবে। করোনা আক্রান্তদের মেডিকেল কীট দেওয়া হবে। তাছাড়া, করোনা-র লক্ষণ রয়েছে এমন আক্রান্তদের পালস অক্সিমিটার দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা রোগী নিজেই মেপে নিতে পারবেন।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক আনলক ৪.০ বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর শুধু পুর নিগম এলাকায় অন্যান্য বিধিনিষেধের সাথে রাত্রিকালীন কারফিউ-র সময়সীমা বাড়িয়েছে। পুর নিগম এলাকার বাইরে সময় অপরিবর্তিত থাকবে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুর নিগম এলাকায় রাত্রিকালীন কারফি। রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বলবত থাকবে। পুর নিগম এলাকার বাইরে রাত্রিকালীন কারফিী ৯টা থেকে লাগু হবে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩১৮ ◘ ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং ◘ ১৫ ভাদ্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের চাবিকাঠি

যে কোন দেশ রাজ্য কিংবা জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হইল শান্তি ও সম্প্রীতি। শান্তি ও সম্প্রীতি ছাড়া উন্নয়ন কোনভাবেই প্রত্যাশা করা যায়না। উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখাই অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।শান্তি ও সম্প্রীতি যে উন্নয়নের মূল সোপান ঐতিহাসিক সত্যি। শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের এই তিনটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক।অক্সিজেন ছাড়া মানুষ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না ঠিক তেমনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তারা গণতন্ত্রের দম বন্ধ হইয়া যায়।তাই বলা যাইতে পারে শান্তি সম্প্রীতি আর উন্নয়ন একে অপরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে থাকে। যে সমাজ বা রাষ্ট্র শান্তি ও সম্প্রীতি অনুপস্থিত সে সমাজ বা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিবেশ উধাও।গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া সমাজ তথা মানুষের অগ্রসর হইয়া চলিবার যে মন্ত্র অর্থাৎ উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। লক্ষনীয় বিষয় হইলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে এই রাজ্যের উপর অশান্তির কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। ঐতিহাসিক কারণেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক প্রথমে স্বাধীনত্তোর পরিস্থিতিতে ভারত বিভাজনের কারণে পূর্ববাংলার শেখর সেরা মানুষ গুলো ছুটিয়া আসিয়াছিল ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যে।আশ্রয় নিয়াছিল শান্তির খোঁজে পাহাড়ি দুর্গম ছোট এই ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় ও সমতল এলাকাগুলিতে। সেসময় রাজন্য শাসিত ছিল এই ছোট্ট ত্রিপুরা। রাজন্য শাসিত এ ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসীরা অতিথিদের বুকে টেনে স্থান দিয়েছিল এই পবিত্র ভূখণ্ডে। পরবর্তী সময়ে এই রাজ্যে উপজাতি উপজাতি অংশের মানুষ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেদের আত্মার আত্মীয় হিসেবে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকেন। সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যই হোক,ইতিহাসের গতিতে আরো একবার এই পাহাড়ী রাজ্যে জনবিস্ফোরণ নামিয়া আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ওপার বাংলায় বড় অংশই ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ওই সভায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া বিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশ দশকে সন্ত্রাসের বাঘ নখ নিয়ে এই রাজ্যে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় জাতি উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হইয়াছিল। এক গোষ্ঠী অপুষ্টির উপর হামলে পড়িয়াছিল।কিন্তু সেই অবিশ্বাসের বাতাবরণে কাটাইয়া আবারও এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি পরিবেশ ফিরিয়া আসিয়াছে।সেই রক্তঝরা দিনগুলির ক্ষত কাটাইয়া পুনরায় রাজ্যে অভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিলেও সন্ত্রাসীদের দাঁত নখ পুরোটাই ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক সন্ত্রাসবাদি গোষ্ঠীগুলির জন্ম হয়।শান্তিকামী ত্রিপুরাকে বিচ্ছন্ন করিয়া সাথে ত্রিপুরা করিয়া তুলিবার স্লোগান মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে শুরু করে। ১৯৮০ সালের ভাতৃঘাতী দাঙ্গা থামিয়া গেলেও নব্বইয়ের দশকে রাজ্যে বহু রক্তক্ষরণ হইয়াছে।তদুপরি রাজ্যের শান্তিকামী জাতি উপজাতি অংশের মানুষ শান্তির বাতাবরণ পুনরায় স্থাপিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি পরিবেশ ফিরাইয়া আনা সম্ভব হলেও রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত কিন্তু বিনাশ করা সম্ভব হয় নাই। সেই কারণেই রাজ্যে এটিকে এবং এন এল এফ টি নামক দুটি জঙ্গি সংগঠন তাদের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ এখনো চালাইয়া যাইবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে। রাজনৈতিক মদতের ফলশ্রুতিতেই তাহারা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। যদিও এই সব অভিযোগের প্রামাণ্য কোন তথ্য প্রমাণ এখনো পর্যন্ত হাজির করা সম্ভব হয় নাই। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণ নাটক মঞ্চস্থ করিয়া রাজ্যে রাজনীতির খেলা অব্যাহত রহিয়াছে। আত্মসমর্পণ পর্ব এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কম সংঘটিত হয় নাই।ম্যানড্রেকের জাদু শৈলীর মতই হাজার হাজার জঙ্গির আত্মসমর্পণ এবং পূনর্বাসনের ঘটা করে অনুষ্ঠান পর্ব সম্পন্ন হইলেও পাহাড়ে সন্ত্রাসবাদের পদচারণা থামিয়া যায় নাই। লক্ষনীয় বিষয় হইলো কোন ধরনের নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হইবার আগেই অদৃশ্য জাদু বলে জঙ্গিরা পাহাড়ে ঘোরাফেরা শুরু করিয়া দেয়। তাহারা সাধারণ মানুষকে চাঁদার নোটিশ পাঠায়।সব মিলাইয়া এই রাজ্যে প্রায় তিন চার দশকেরও বেশি সময় ধরিয়া থামিয়ে থামিয়ে জঙ্গিবাদ তথা লুটেরা সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্য প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির চিচিং ফাক ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন ওই রাজনৈতিক দলগুলো এই সন্ত্রাসবাদীদের মাঠে নামাইয়া দেয়।

ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সমাগত প্রায়।স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই শুরু করিয়া দিয়াছে।পাহাড়ি এলাকায় ইতিমধ্যেই তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যকলাপ যে শুরু করিয়া দিয়াছে তাহা গোয়েন্দা তথ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আবার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন শেষ হইয়া গেলে কর্পুরের মত সন্ত্রাসবাদীরা হওয়া হইয়া যাইবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।কিন্তু প্রশ্ন হইলো এই রাজ্যের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের সামনে আর কতকাল ভোটের মুখে জঙ্গি জুজু দেখানো হইবে? রাজনীতির এই কপট খেলায় শান্তি বিঘ্নিত হইলে উন্নয়ন যখন মুখ থুবরে পড়বে তখন কিন্তু গোটা রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। রাজনীতিবিদরা যত তাড়াতাড়ি এই কতটা বুঝিতে পারিবেন ততটাই রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব সাধু সাবধান শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের কোনভাবেই আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ নয়। রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার একমাত্র পথ। এটাই হোক শান্তিকামী ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের একমাত্র শপথ।

যাদবপুর থেকে গলফগ্রিন ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি স):করোনা সংক্রমনের রাশ টানতে উদ্যোগী রাজ্য। সোমবার রাজ্য জুড়ে চলছে চলতি মাসের শেষ সাপ্তাহিক লকডাউন। লকডাউন সফলতায় যাদবপুর ,গলফগ্রীনে ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। তবে শহরবাসীকে করোনার হাত থেকে থেকে রক্ষা করতে তৎপর প্রশাসন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে জাঁকিয়ে বসছে করোনা। আর তাই সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সাপ্তাহিক সম্পূর্ণ লকডাউনে সকাল ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত চলছে লকডাউন। আর তাই সোমবার লকডাউন সফল করতে পথে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। লকডাউনের রাস্তায় বেরোনো প্রত্যেকটা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে কী কারণে বেড়িয়েছেন গাড়ি নিয়ে। ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে কেউ অকারণ রাস্তায় বেরিয়েছে কিনা। পূর্ণ লকডাউনে যাদবপুর এইট বি মোড় ও গলফগ্রিনে উড়ল ড্রোন। ড্রোন উড়য়ে ওলিগলিতে চলছে নজরদারি।

ফের কলকাতা মেডিকেলে করোনা রোগীর মৃত্যু, গাফিলতির অভিযোগ

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি স): ফের কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আবারও রোগী হয়রানির অভিযোগ কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে চিকিৎসারত এক করোনা রোগীর মৃত্যু। গাফিলতির অভিযোগ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। উত্তপ্ত কলকাতা মেডিকেল। অভিযোগ উঠেছে, গত ২২ কলকাতা মেডিকেলে ভর্তি করা হয় ওই রোগীকে। কিন্তু এরপরেই ওই রোগীর সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না বলে নিজেইতো ফোন করে পরিবারকে জানিয়েছিলেন রোগী। কিন্তু তা মানতে নারাজ ছিল হাসপাতাল। আর এরপরই রবিবার রাতে মৃত্যু হয় করোনা রোগীর।

বাংলাদেশ হারিয়েছে অকৃত্রিম বন্ধু প্রনব মুখার্জি

প্রদীপ চক্রবর্তী

প্রণব মুখার্জির আত্মজীবনীমূলক সিরিজের তৃতীয় খণ্ড দ্য কোয়ালিশন ইয়ারস। এর ও আগে তিনি লিখেছেন দ্য ড্রামাটিক ডিকেড: দ্য ইন্দিরা গান্ধী ইয়ারস ও দ্য টারবুলেন্ট ইয়ারস। তিনটি বইয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ইন্দিরা গান্ধীর পরিবার এবং ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী ও প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশের বন্ধু। আর এই বন্ধুত্বের সূচনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজের প্রথমটি দ্য ড্রামাটিক ডিকেড: দ্য ইন্দিরা গান্ধী ইয়ারস—এ তিনি একটি পুরো অধ্যায়ই লিখেছেন 'মুক্তিযুদ্ধ: দ্য মেকিং অব বাংলাদেশ' নামে।

বইয়ের এই অধ্যায়টি প্রণব শুরু করেছেন ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত ডমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। এরপর জওহর লাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর আমলের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'ভারতে যখন এসব ঘটছিল, তখন পাকিস্তানের পূর্বাংশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এ ঘটনাই ১৯৭১ সালে উপমহাদেশের ইতিহাসে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পাকিস্তানের জন্য বছরের শুরুটা ইতিবাচক হলেও বছরের শেষে দেশটি ভাগ হয়ে যায়। পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল দুটি পৃথক ভৌগোলিক অংশের সমন্বয়ে, যার মাঝখানে ছিল ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামে তারা দুটি দেশে পরিণত হয়।'

এরপর প্রণব মুখার্জি পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমাদের শোষণ ও বঞ্চনা তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশে যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, তারও নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেন। তাঁর লেখায় আছে ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, সত্তরের নির্বাচন পেরিয়ে কী প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। ৩০ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারতের লোকসভায় নেওয়া প্রস্তাবটি ছিল এ রকম: 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে লোকসভা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে

দেওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সেখানে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ন্যায়সংগতভাবে যে রায় দিয়েছে, সেই রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান জানানোর বদলে পাকিস্তান সরকার তাদের ওপর গণহত্যা চাপিয়ে দিয়েছে। এই লোকসভা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি

সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করছে এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অবিলম্বে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর বলপ্রয়োগ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।'

প্রণব মুখার্জি তখনো ইন্দিরার দলে ভেড়েননি। বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া। একজন সদস্য জানতে চান, কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। উত্তরে আমি জানাই, গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই এর রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। রাজনৈতিক সমাধান মানে গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে বস্তুগত সহায়তা করা। আমি সংসদকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে বিশ্ব ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার বহু নজির আছে।' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংসদের ভেতরে ও বাইরে প্রণব কী ভূমিকা রেখেছেন, তা—ও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে এই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তিনি লিখেছেন, 'সে সময় থেকেই ইন্দিরা গান্ধী আমাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে আমাকে প্রথম আন্তসংসদীয় ইউনিয়নের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য মনোনীত করেন। সেই বৈঠকে আমাদের কাজ ছিল প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং ভারতের অবস্থান বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা, যাতে তাঁরা যে যাঁর দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের সরকারকে বিষয়টি অবহিত করতে পারেন। হতে পারে এই বৈঠকে আমার ভূমিকার কথা প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছেছিল এবং তিনি খুশি হয়েছিলেন। কেননা, এরপর একই দায়িত্ব দিয়ে তিনি আমাকে ইংল্যান্ড ও জার্মানি পাঠান।' প্রণব মুখার্জি ১৯৭২ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৭৬ সালে ইন্দিরার মন্ত্রিসভার সদস্য হন।

সাংবাদিকদের মতে বাংলাদেশের প্রতি প্রণব মুখার্জির দুর্বলতা অপরিসীম; অনেকটা জ্যোতি বসুর মতোই। জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়ি ছিল বারদিতে, লোকনাথ বাবার আশ্রমের পাশেই। সেই অর্থে তিনি ছিলেন বাঙালী।

প্রণববাবু আপাদমস্তক ঘটি তাঁদের আদি বাড়ি দীঘাতে। তবে বিবাহসূত্রে তিনিও বাংলাদেশের জামাই।

সিপিআইএমের নেতা জ্যোতি বসু একাত্তরের জুলাই মাসে বিধানসভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছে এবং সেখানকার মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমাদের উচিত সর্বতোভাবে তাদের সহায়তা করা।'

ভারত-পাকিস্তান বিবাদের কারণে সার্ক এখন পুরোপুরি অকার্যকর। কিন্তু ২০০৬ সালে প্রণব মুখার্জি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে সার্ককে কার্যকর সংস্থা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

২০০৭ সালের এপ্রিলে যখন দিল্লিতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়, সে সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর উদ্যোগী ভূমিকার কথাও সবার জানা।

ওই সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক সংযোগ ও জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল একবার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ভারতে কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়। আর যখন অকংগ্রেসি সরকার আসে, তখন সম্পর্ক ভালো হয়। প্রণব মুখার্জি এই ধারণা অনেকটা অসত্য প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উত্তরণ ঘটে।

বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রণব মুখার্জির একধরনের হার্দিক সম্পর্ক রয়েছে। এ নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা হলো: 'ভারত ও বাংলাদেশ শুধু প্রতিবেশী নয়; তাদের মধ্যে রয়েছে নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বন্ধন। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়টি ভারত সব সময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কেননা, আমরা অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও ভৌগোলিক সংহতি ধারণ করি।'

২০০৭ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হয়। এতে অনেক ঘরবাড়ি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। সেই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে প্রণব মুখার্জি লিখেছেন, দুর্যোগের খবর পেয়েই ভারত ওষুধ, তৈরি খাবার, কম্বল, তাঁবু ও বহনযোগ্য বিশুদ্ধ পানিসহ ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশে পাঠায়। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত চাল রপ্তানির ওপরও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। প্রণব মুখার্জির উদ্যোগেই বাগেরহাটের দুটি উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য ২ হাজার ৮০০ ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রণব মুখার্জির পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয় পঁচাত্তরের পর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন দিল্লিতে নির্বাসিত ছিলেন। সেই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রণব মুখার্জি লিখেছেন, 'শেখ হাসিনা আমার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু এবং আমি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে ভারত সহায়তা করেছিল।' সে সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'প্রকৃত ঘটনা হলো, যখন কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা তাঁকে ত্যাগ করছিলেন, আমি তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলি, যখন কেউ বিপদে পড়েন, তখন তাঁকে ত্যাগ করা অনৈতিক।'

লকডাউন দেখাল পরিযায়ী শ্রমিকরা আসলে মূল্যহীন

কুশল মৈত্র

কোথায় সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
....
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে;
ঝরে পড়ে।
জীবনানন্দ

অনন্ত হেঁটে যাওয়া পথ আজ বড়োই পিচ্ছিল মনে হতে থাকে। মাটি আর কথা বলতে চাইছে কেঁদে উঠছে গুমরে গুমরে। রুদ্ধ বাতাস আজ থমকে গেছে। পরিযায়ীরা হেঁটে যাচ্ছে, ভিষণ্ণ নীরবতায় পথ চলছে ওরা। লকডাউনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শ্রমিকরা হাঁটছে। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ মাথায় নিয়ে ভুখা পেটে গামছা বেঁধে তারা হেঁটে চলেছে অনন্ত পথ। সন্তান কোলে, কাঁধে নিয়ে কান্নায় ক্ষুধায় পথ চলছে ওরা নীরবে। এ হাঁটা থমকে নেই। গোটা ভারতবর্ষ আজ ওদের সাথে হাঁটছে। ওদের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারছেনা রাষ্ট্র কিংবা রাজ্য। ওরা গুনছে শুধু মৃত্যুর মিছিল। হ্যাঁ, পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর মিছিল। কখনো অজগর রেল নিদ্রিত শ্রমিকদের গিলছে, কখনো মালবাহী ট্রাক উল্টিয়ে মৃত্যু, দীর্ঘ পথ হাঁটার শ্রমে পথপার্শ্বে মৃত্যু, কিংবা গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু, এই সকলই জীবিতদের বিপন্ন করছে। কিন্তু তাতেও ওরা থেমে থাকেনি। মৃত্যুর পথে ঢলে পড়ছে ওরা, লাশের বিছানায় পথ করে, দেশে দেশান্তরে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে, পাঞ্জাবে মুম্বাই গুজরাটে"।

'ওরা কাজ করে'—আজ এই কথাটা বুকের মধ্যে সজোরে আঘাত হানে। বড় বড় মিটিং মিছিল ওদের ছাড়া চলে না। ওদের ভোট ছাড়া নেতা, মন্ত্রীরা মসনদে বসতে ব্যর্থ। ইলেকশন এলে ওদের এক একটা ভোটের জন্য নেতা, মন্ত্রীরা তখন দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে করজোড়ে ওদের নতুন করে চেন্নাচ্ছে। ওরা আসলে এই ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের কাছে বঞ্চিত পরিযায়ী জাতি। সমাজ থেকে একদম আলাদা ওরা। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতার কটি কথা—" ওরা কাজ

পরিযায়ীদের পাশে দাঁড়ানো তো দূর অস্ত, তাদের বাড়ির গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার যানবাহনও ঠিকমতো করে দিতে অপার।

রাজ্য বলে কেন্দ্র আর কেন্দ্র বলে রাজ্য—এই ঠেলাঠেলিতেই ওরা জেরবার। একে অপরকে দোষারোপ আর মিডিয়ার দৌরাত্ম্যটুকু দেখেই শিক্ষিত সমাজ মুখে ইস ইসস্ বলে দীর্ঘশ্বাস। ব্যস সব খেল খতম। বিদেশে থেকে 'মুখেন মারিতং' প্রতিশ্রুতির বাণী আওড়ায়, প্রয়োজনে ওদেরই কোন উলঙ্গ শিশুকে কোলে নিয়ে ক্যামেরার সামনে লোক দেখানো পোজ দিয়ে সহদর ভাই বলে ভরসা জুগিয়ে ব্যালটবাক্স জয় করার প্রচেষ্টায় মশগুল। আর একন এই প্লেনে আসাটা ব্যয়সাধ্য নয়। কিন্তু এই পরিযায়ীদের ঘরে পৌঁছে দেওয়াটা যথেষ্টই খরচসাপেক্ষ। অথচ এই পরিযায়ীদের যখন একের পর এক রেলপথে, লরি, বাসের অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে তখন কিন্তু সেই সরকারি ঠিক মিডিয়ার সামনে তৎক্ষণাৎ মোটা অঙ্কের টাকার ক্ষতিপূরণ দেবার কথা বলে দিচ্ছে। তাতে বিন্দুমাত্র দেরি সহ্য হয় না। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। পুরনো সেই কথা আওড়াতেই হয়—সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।

আচমকা দেশ জুনে লকডাউন জারি হওয়ায় দেশ ভাগের পরবর্তী কালে ও দৃশ্য বোধহয় তেমন কারো চোখে পড়েনি। পরিযায়ী হেঁটে চলেছে ক্লান্ত, অবসন্ন রক্তাক্ত খালি পাগুলি দেখলে বেশ শিহরিত হতে হয়। অবহেলিত পরিযায়ীদের মুখগুলো ভারতের মানচিত্রে ভেসে ওঠে। মালবাহী ট্রেন নিয়েছে কত তাজা প্রাণ। ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড আর রক্তাক্ত রুটিগুলি চিনিয়ে দেয় পরিযায়ী শ্রমিক মজদুর আসলে কারা। পরিযায়ীদের এমন দুর্দিনে অজস্র মৃত্যুর অমানবিক রূপ বড়ই দুঃসহ। 'মে-ডে'। কথাটার মধ্যে একটা গোটা ফেলে আসা ইতিহাস রয়েছে। তাই তো। হ্যাঁ। সত্যিই তাই। এই মে-ডে দিনটিকে বিশ্বের দরবারে একটা বিশেষ আসন দিয়েছি আমরা। সম্মানের সঙ্গে প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্য লড়াই করার, ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস—যা অবশ্যই স্যালুট করার যোগ্য। আমরা মে---ডে এই বিশেষ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করে শ্রমিক মজুরদের জন্য সমব্যথী হই। এই দিনটি ভাবতে শেখায় কতটা ভারাক্রান্ত আমরা। সত্যিই কি তাই তাহলে মে---ডে দিনটাতেও কেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্রোসের পর ক্রোশ, মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে প্রখর রোদে আর রাতের অন্ধকারে। কোলের শিশুটি খিদের কান্নায় কখনও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। নয়ত এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় কিংবা রেলাইনে শুকনো রুটির সঙ্গে লাশ হয়ে থাকাটাই সকল শ্রমিকদের নিয়তি। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের যদি কোন রকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে সেই আহত পরিযায়ীদের, মৃতদেহ বাহী গাড়িতেও উঠতে হয়। পাশাপাশি মৃতের সঙ্গে যাত্রা করে জীবিত পরিযায়ী, যতক্ষণ না এই আহত পরিযায়ীদের অন্য গাড়ি মেলে। গাজিয়াবাদ, বিহার, ছত্তিশগড়, কোচবিহার, চেহট্ট, কাকদ্বীপ কিংবা মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি ভিন রাজ্য থেকে আসা যাওয়া গরিব মানুষদের কথায় উঠে আসে কিছু বেশি মজুরি পাওয়ার আশায় তাদের পরিযায়ী শ্রমিক হতে হয়। বাড়িতে থাকা পরিবার পরিজনরা যাতে একটু ভালো থাকতে পারে তার জন্যই কাজের সন্ধানে পাড়ি দেওয়া সুদূরে। অপরিকল্পিত লকডাউনের শিকার হয়ে ভিন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের এইভাবে একসঙ্গে দল বেঁধে আসতে দেখে তাদের সোশ্যাল ডিসটেন্স এর কথা বলতে তারা বেশ ক্ষোভের সাথে বলে উঠলো—করোনা তাদের ছুঁতেও পারবে না, তার আগেই হয়ত তারা রাস্তায় অনন্ত ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে। সেই ঘু হয়ত করোনার থেকেও সাংঘাতিক। তবুও তারা হেঁটে চলেছে ক্রমশ জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে। সকালে সংবাদপত্র খুলেই দেখা গেল এক পরিযায়ী মা পথ চলতে চলতে পৌঁছে গেছে না ফেরার দেশে। পাশে দুধের শিশুটি খিদের কান্নায় হয়ত মা-মা বলে ডাকছে। শিশুটি হয়ত বুঝেই উঠতে পারছে না, যে তার মা আর তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। শিশুটির কান্না কি শুনতে পাচ্ছে ভারতবর্ষ, নাকি সেও বধির হয়ে গেছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে শহীদ দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জালিয়াতির মাধ্যমে এফআরসিসি তৈরি করে বিক্রি, জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এফআইআর ডিএফও-র

হাফলং (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : জালিয়াতি করে ফরেস্ট রয়েলটি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (এফআরসিসি) তৈরি করে বিক্রি করার দায়ে উমরাংসোর বাসিন্দা পাঠানজিৎ জারামবুসা নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ডিএফও তুহিন লাংথাসা। পাঠানজিৎ জারামবুসা নামের ওই ব্যক্তি তৎকালীন ডিএফও এন জেমির স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এফআরসিসি তৈরি করে ঠিকাদার হামজানন কেম্প্রাই, দেশো দাওলাগাপু, নবীন হোজাই, সুদাম জৈইশি এবং রিনি হাগজারের কাছে বিক্রি করেছেন।

বন বিভাগের বর্তমান ডিএফও তুহিন লাংথাসা সাংবাদিকদের বলেন, উমরাংসো-র নিপকো থেকে রাজস্ব আসছে না দেখে গত ২৪ আগস্ট উমরাংসো নিপকো-র অতিথিশালায় নিপকো-র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ডিএফও তুহিন লাংথাসার সঙ্গে পাথরের রোয়েলটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর এই জালিয়াতি সামনে আসে। নিপকো-র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জানান, নিপকো-র পাঁচিল নির্মাণের জন্য যে পাথর ব্যবহার করা হয় তার ফরেস্ট রয়েলটি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট গত ৪ জুন ২-টি, গত ১৮ জুলাই ১-টি এবং গত ১৩ আগস্ট তিনটি জমা দেয় ওই কাজে যুক্ত ঠিকাদাররা।অবশেষে বিভাগীয় তদন্ত করার যে তথ্য সামনে আসে তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে বন বিভাগের আধিকারিকরা কীভাবে বন বিভাগের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পাথরের ব্যবসা চলছে ডিমা হাসাও জেলায়। বন বিভাগের ডিএফও এন জেমির স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ভুয়ো এফআরসি তৈরি করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পাঠানজিৎ জারামবুসা ছয়টি এফআরসি এই ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করেছেন। তুহিনবাবু যখন এই এফআরসি তৈরি করেন তখন ডিএফও-র দায়িত্বে ছিলেন না এন জেমি। তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে এফআরসি তৈরি করা হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমান ডিএফওকে এক পত্র লিখে জানিয়েছেন। তার পরই ডিএফও তুহিন লাংথাসা পাঠানজিৎ জারামবুসার বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এক মামলা দায়ের করেন।

এদিকে এই জালিয়াতির বিষয়টি সামনে আসার পরই পাঠানজিৎ জারামবুসা উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা এবং ইএম রতন জারামবুসা গত ২৫ আগস্ট উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অতিথিশালায় পাঠানজিৎ জারামবুসাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে বলে হাফলং থানায় এক এজাহার দাখিল করেন। কিন্তু এ নিয়ে যে সব ঠিকাদারদের কাছে জালিয়াতি করে এফআরসি বিক্রি করেছিলেন সেই সব ঠিকাদাররা জানিয়েছেন, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেই গত ২৫ আগস্ট উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অতিথিশালায় তাদের সঙ্গে পাঠানজিৎ জারামবুসাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন পার্বত্য পরিষদের সিইএম কিন্তু সেখানে পাঠানজিতের সঙ্গে কোনও মারধরের ঘটনা সংগঠিত হয়নি বলে জানান ঠিকাদার হামজানন কেম্প্রাই দেশো দাওলাগাপুরা।

ডিএফও তুহিন লাংথাসা বলেন, ২৫ আগস্ট তিনিও সে সময় এই অতিথিশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং এদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তারা এই ফরেস্ট রয়েলটি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট কোথায় পেয়েছেন সেখানে পাঠানজিৎ জারামবুসা মারধর করার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেন ডিএফও তুহিন লাংথাসা।

কর্দমাক্ত রাস্তায় ধানের হালিচারা রোপণ করে অভিনব আন্দোলন, উত্তপ্ত কাছাড়ের বড়খলা

বড়খলা (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কর্দমাক্ত রাস্তায় ধানের হালিচারা রোপণ করে অভিনব আন্দোলনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কাছাড় জেলার বড়খলায়। বেহাল গ্রামীণ সড়ক নিয়ে এবার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন বড়খলা বিধানসভার বদরপুর-মাসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর দু-শতাধিক মানুষ।

কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা এলাকার ডলু ময়নারবন্দ মেইন রোড থেকে জাটিঙ্গা ফেরিঘাট পর্যন্ত রাস্তার শোচনীয় অবস্থার জন্য সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে সরগরম হয়ে ওঠে বড়খলার জাটিঙ্গা এলাকা। এই রাস্তার প্রথমাংশের দেড় কিলোমিটার ২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে সংস্কার কাজ হয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে রাস্তার বাকি অংশ জাটিঙ্গা ফেরিঘাট পর্যন্ত অধ্যাবধি কোনও রকমের সংস্কার হয়নি। বিষয়টি জেলাশাসকের কাছে একাধিকবার সময় সময় অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগী জনতা। কিন্তু লাভ হয়নি।

এলাকার ১২ হাজারের বেশি মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগের একমাত্র সম্বল এই রাস্তা। জেবি হাইস্কুল, তিনটি এমই স্কুল এবং পাঁচটি এলপি স্কুলের ছাত্রছাত্রী এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা করতে হয়। জাটিঙ্গামুখ ঈদগা, দাসপাড়া ও নাথপাড়ার শিবমন্দির রয়েছে এই রাস্তার পাশেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির সংস্কার কাজে কারও কোনও তৎপরতা নেই। কর্দমাক্ত বেহাল রাস্তায় ধানের চারা বপণ করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ স্লোগানে এলাকা উত্তাল করে তুলেন প্রতিবাদীরা। সচেতন, বুদ্ধিজীবী, খেটেখাওয়া মানুষ ছাড়া স্কুলের পড়ুয়াদের মুখে বেহাল রাস্তার সমস্যার খেদোক্তি শোনা গেছে আজ। রাস্তা সংস্কারের জন্য আকুল আর্জি সরকারের কাছে একাধিকবার জানানোর পরও কাজ হয়নি কেন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেন এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ।

বড়খলা বিধানসভার বদরপুর-মাসিমপুর জিপিতে ঘটে এই উত্তেজনাকর অভিনব আন্দোলন পর্ব। সোমবার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল এলাকার করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ, মণীন্দ্র নাথ, মইনুল হক বড়ভুইয়াঁ, সঞ্জয় নাথ, আইনুল হক বড়ভুইয়াঁ, ফারুক আহমেদ লস্কর, রহিম উদ্দিন লস্কররা ক্ষোভের সুরে জানান, এই বেহাল রাস্তাটি বৃহত্তর এলাকার মানুষের চলার একমাত্র ভরসা।

প্রায় পনেরো হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল এ রাস্তাটির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। অথচ এই রাস্তা সংস্কারের নামে রীতিমতো ছেলেখেলা চলছে। রাস্তার বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সড়কটি কার্যত ভাদ্র মাসের কৃষিভূমিতে পরিণত হয়েছে। বেহাল এই পথ দিয়ে মানুষের চলার উপায় নেই। কিন্তু রাস্তার সমস্যা সুরাহার জন্য এলাকাবাসী স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথকে অবগত করে কোনও লাভ হয়নি।

তাঁরা বলেন, জিপিতে রয়েছেন শাসক দলের পঞ্চায়েত সভাপতি থেকে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যও। ঢাকঢোল পিটিয়ে পঞ্চায়েতের কাজের শিলান্যাসও করা হচ্ছে। বদরপুর-মাসিমপুর জিপি এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে একমাত্র সম্বল এই রাস্তার উন্নয়নে কোনও নেতার তৎপরতা নেই। তাই জনগণ দুর্ভোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরেই এবার বিধায়কের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনী দিতে কার্পণ্য করেননি।

ডিমা হাসাওয়ের লাংটিঙে সোমবার থেকে তিন দিনের লকডাউন, স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না মানুষ

হাফলং (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার লাংটিংয়ে একদিনে ৯ ব্যক্তির দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর সোমবার থেকে লাংটিংয়ে তিন দিনের লকডাউন জারি করা হয়েছে। লাংটিং টাউন কমিটি সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তিন দিনের লক ডাউন জারি করেছে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় প্রতিদিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার পরও সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে সজাগতার অভাব। হাফলং শহরের একাংশ মানুষ মানছে না সরকারি নিয়ম নীতি ও স্বাস্থ্য বিধি। প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক না পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন একাংশ মানুষ। গত শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, সাধারণ নাগরিকরা যদি প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরিধান না করেন তা হলে অসম সরকার আবারও লকডাউনের পথে হাঁটতে পারে। এর সাথে তিনি সোমবার থেকে পুলিশকে মাস্ক পরিধান না করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১০০০ হাজার টাকা করে জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যসচিবের এই কড়া ঘোষণার পরও সোমবার হাফলঙের বাজার হাটে ও প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক না পরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় একাংশ মানুষকে। এদিকে মুখ্যসচিবের কড়া ঘোষণার পরও পুলিশের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। পুলিশের সামনেই মাস্ক ছাড়া প্রকাশ্য স্থানে ঘুরছেন অনেকে।

আত্মনির্ভরশীল অসমের জন্য রোডম্যাপ তৈরি, ২২০টি ধানের কল স্থাপনের অনুমোদনপত্র বিলি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সমগ্র গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ২২০টি ধানের কল স্থাপন এবং উন্নীতকরণের অনুমোদনপত্র বিতরণ করেছেন। সোমবার অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী কলেজের মিলনায়তনে বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদনপত্রগুলি বিতরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে রাজ্যের সরবরাহ ও গ্রাহক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দলে, মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী, কৃষি দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ প্রসাদ সমেত কৃষি বিভাগের আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। আজকের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বহু মূল্যবান সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে অসমকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে এক বিস্তৃত রোডম্যাপ তাঁর সরকার তৈরি করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর প্রভাবে পড়েছে। তার পাশাপাশি রাজ্যের সম্পদ এবং সম্ভাবনাগুলোকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২২০টি ধান কলের অনুমোদন পত্র দেওয়া হয়েছে। এতে রাজ্যের কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য পাবেন, কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদী তিনি। ২২০ টি মিল প্রতি ঘণ্টায় ধান ভেঙে ১ টন চাল প্রস্তুত করার উপযোগী ১০০ টি নতুন মিল, প্রতি ঘণ্টায় ২ টন ধান ভাঙার ক্ষমতা সম্পন্ন ৭০ টি মিল এবং বর্তমানে প্রতি ঘণ্টায় ১ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৫০ টি নতুন মিল উন্নয়নের জন্য অনুমোদন পত্র বিতরণ করা হয়েছে। এর জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ধান কলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ভরতুকি, ২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ধানের কলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ভরতুকি এবং কলের উন্নয়নের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির এক মজবুত ভিত তৈরি করে রেখে গেছেন। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এই ভিতকে আরও শক্ত সমর্থ করে ভবিষ্যতে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আত্মনির্ভরশীল ভারত'-এর ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে অসম সরকারও রাজ্যের বহু মূল্যবান সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে রাজ্যকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে এক বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরি করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের জৈবিক কৃষির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুরুত্ব দিয়েছেন, সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে বর্তমানে জৈবিক কৃষির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। তাই অসম সরকারও এই ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছে। কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী যাতে উপযুক্ত বাজার পায় এবং কৃষকরা যাতে নিজের কষ্টের ন্যায্য মূল্য পান তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার উৎপাদন, ক্রয় এবং বিপণনের শৃঙ্খল সুদৃঢ় করার ওপর জোর দিয়েছে। এদিন তিনি কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন।

বিয়ার গ্রিলসের সফর সঙ্গী হয়ে হাতির মলের চা খেয়েছিলেন অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ৩১ আগস্ট (হি.স.): আন্তর্জাতিক অ্যাডভেঞ্চার স্টার বিয়ার গ্রিলসের দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হয়ে হাতির মল দিয়ে তৈরি চা খেয়েছিলেন বলিউডের 'খিলাড়ি' অক্ষয় কুমার। নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ভিডিও শেয়ার করে এমনটাই জানিয়েছেন অক্ষয় কুমার। ইন্টু দ্য ওয়াইল্ড উইথ বিয়ার গ্রিলস'শোয়ের এই অভিযান ডিসকভারি প্লাসে দেখা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর রাত আটটায়। আর ডিসকভারিতে দেখা যাবে ১৪ সেপ্টেম্বর রাত আটটায়। বর্তমানে 'বেল বটম-এর শুটিংয়ের জন্য ব্রিটেনে রয়েছেন অক্ষয়। সেখান থেকেই শেয়ার করেছেন এই ভিডিও। বান্দিপুরের টাইগার রিজার্ভে জানুয়ারি মাসে বিশেষ এই এপিসোডের শুটিং করেছিলেন অক্ষয়।

গত বছর বিয়ার গ্রিলসের শোয়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে দু'জনে সময় কাটিয়েছিলেন। তারপরই বিয়ার গ্রিলসের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সুপারস্টার রজনীকান্তকে। তিনি গিয়েছিলেন বান্দিপুরের টাইগার রিজার্ভে।

গাভরু নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, শোণিতপুরে নিম্নাঞ্চলে বন্যা, প্লাবিত জাতীয় সড়ক

তেজপুর (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ভাদ্র মাসের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল। গাভরু নদীর বর্ধিত জল প্লাবিত করেছে বালিগাঁও, শিবমন্দির, গাভরুঘাট, কোচগাঁও, দীঘলি সমেত সাতটি গ্রামকে। অঞ্চলগুলোর বাসিন্দাদের বাড়িতে উঠোনে একবুক অবধি জল। জেলার ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর বাড়তি জল।

বন্যার জলের নীচে চলে গেছে কৃষকদের চাষের খেত। ফলে একদিকে লকডাউনের প্রভাবতো পড়েছেই, তার ওপর বন্যার ফলে কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। রাঙাপাড়ার কাছে ভেলুয়াটারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেছে। পাগলা বিল এলাকার ২৫ টিরও বেশি পরিবারের সদস্যরা বন্যার কবলে পড়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

কারবি আংলঙের ডিলাই পুলিশের জালে ড্রাগস সহ দুই পাচারকারী

বোকাজান (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার বোকাজান মহকুমার অসম-নাগাল্যান্ড আন্তঃরাজ্য সীমান্তের ডিলাই থানার পুলিশ কর্মীরা জাতীয় সড়ক নাকাচেকিং চালানোর সময় নেশাদ্রব্য ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছেন। বোকাজানের ডিলাই পুলিশ নাকা চেকিং অভিযান চালিয়ে এএস ২৫ ডি ৬৮১৬ নম্বরের একটি ডিআই গাড়ির স্পেয়ার টায়ারের ভেতর থেকে বৃহৎ পরিমাণের নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রায় ৫৭২ গ্রাম ওজনের হেরোইন ৩৩টি সাবানের কেস থেকে উদ্ধার করেছেন অভিযানকারী পুলিশ কর্মীরা। হেরোইন পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে জনৈক কাসেম আলি এবং সাদ্দাম হুসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডিলাই পুলিশের এই সাফল্যে স্থানীয় জনমনে সন্তোষ বিরাজ করছে।প্রসঙ্গত, আজ কাকভোরে কারবি আংলং জেলার বোকাজান মহকুমার খটখটি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজাও বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বরাক উপত্যকায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের দুজন করে কাছাড় ও করিমগঞ্জের

শিলচর (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্ত আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে দুজন কাছাড় জেলার এবং দুজন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে জারিকৃত কোভিড বুলেটিনে এই তথ্য তুলে ধরেছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত।

ডা. গুপ্ত জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা কাছাড় এবং করিমগঞ্জ জেলার দুজন করে। তবে এখনও স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, বর্তমানে ২৬ জন রোগী সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন। কোভিড রোগীদের জন্য আইসিইউ-তে বিছানার ব্যবস্থা রয়েছে ১৬টি। সবগুলোই পুরোপুরি ভরতি। যার ফলে ১০ জন রোগীকে কোভিড ওয়ার্ডে রেখেই চিকিৎসা করতে হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ১ জন রোগী ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। বর্তমানে ২১৮ জন রোগী শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যার মধ্যে ১৬২ জন পুরুষ এবং ৫৬ জন মহিলা। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৭ জন নতুন রোগী ভরতি হয়েছেন। এর মধ্যে ১৮ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা। ছুটি দেওয়া হয়েছে ২৪ জন রোগীকে। তাদের মধ্যে ১৯ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা। এখন পর্যন্ত ৫২ জন প্লাজমা দান করেছেন। ইতিমধ্যে ১০১ জন রোগীকে প্লাজমা দেওয়া হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বোকাজানের খটখটিতে পুলিশি অভিযানে ৩০ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধাব

বোকাজান (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : অসম-নাগাল্যান্ড আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী কারবি আংলং জেলার বোকাজান মহকুমার খটখটি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার কাকভোরে জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী সার্ভিসিং সেন্টারে অবস্থানরত এনএল ০১ এডি ৭৬৭০ নম্বরের একটি ট্রাকে সন্দেহের বশে তালাশি চালিয়ে ৪০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছেন খটখটি থানার পুলিশ কর্মীরা। থানার ওসি জানিয়েছেন গত তিন ধরে সন্দেসজনক অবস্থায় ট্রাকটি স্থানীয় বিনোদ সার্ভিসিং সেন্টারে দাঁড়িয়ে। গোপন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী ট্রাকে তালাশি চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছেন তঁরা। ওসি জানিয়েছেন, ৪০০ কেজি গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া ওই ট্রাকটি মণিপুর-গুয়াহাটি সড়কে যাতায়াত করে বলেও জানান তিনি।

বৃহৎ পরিমাণের গাঁজা মণিপুর থেকে গুয়াহাটি পাচারের পথে বোকাজানে পুলিশের জালে ধরা পড়ায় নেশা দ্রব্য পাচার চক্রের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। বোকাজানের খটখটি, লাহরিজান প্রভৃতি অঞ্চলে বিগত কিছুদিন ধরে ড্রাগস, গাঁজা ইত্যাদি নেশা জাতীয় সামগ্রী পাচারের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনমনে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। আজ পুলিশের সাফল্যে জনমনে সন্তোষ বিরাজ করছে। ট্রাক থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হলেও চালক ও সহচালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ট্রাকের মালিক চালক সহ চালকেদের শিগগির পাকড়াও করে এই গাঁজা পাচারকারী চক্রের শেকড় উদঘাটন করতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদী ওসি।

কাছাড়ের বড়খলায় ফের ঝুলন্ত যুবকের লাশ, পরিকল্পিত খুন না-আত্মহত্যা, ধন্দে পুলিশ, চাঞ্চল্য

বড়খলা (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের কাশিবনে জনৈক যুবকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম আশিক উদ্দিন (২১)। বাড়ি কাছাড় জেলার বড়খলা থানার ডলু বাগানের পার্শবর্তী কাশিবন গ্রামে।

জানা গেছে, আশিক উদ্দিন বেশ কিছুদিন থেকে বেকারত্বের যন্ত্রণায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়িছিল। গত ২৭ আগস্ট সকালে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি সে। ফলে তার পরিবারের লোকজন আত্মায় স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর নিলেও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি তার। সোমবার সকালে স্থানীয় কাশিবনের জঙ্গলের একটি গাছে ঝুলন্ত লাশ পথচারীদের নজরে পড়ে। তারা তাৎক্ষণিক ভাবে বড়খলা থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে বড়খলা থানার এসআই হরবিলাস দাস দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। স্থানীয়দের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক এনকোয়েস্টেরর পর ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনাকে আত্মহত্যা বললেও মৃত্যুর কারণ যে আর্থিক অনটন তা অস্বীকার করছে না। তবে ঘটনাটি পরিকল্পিত খুন না-আত্মহত্যা এ নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশও। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন। এদিকে স্বল্প বয়সের যুবক আশিক উদ্দিনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক দাস দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে একজোটে টেলি তারকাদের বার্তা

কলকাতা- গোটা দেশ জুড় চলছে লকডাউন। এই লকডাউনে ঘরবন্দি সকলেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে আগামী ৩ মে পর্যন্ত এই লকডাউন জারি থাকবে। আর এর মধ্যেই টেলি তারকারা এক হয়ে করোনার মোকাবিলায় সচেতনতার বার্তা দিলেন। একটি ভিডিওয় ধরা দিলেও, প্রত্যেকেই নিজের বাড়ি থেকে অংশ নিয়েছেন। আর এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন পরিচালক মৌমিতা চক্রবর্তী।

মৌমিতা বলছেন, এই লকডাউনে বাড়িতে থেকে সবাই করোনার বিরুদ্ধে লড়ছেন। বাড়িতে থাকলেও আমাদের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে বসেই কোনও সৃজনশীল কাজ করব না, এ আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই অভিনেতাদের নিয়ে একটি মিউজিক ভিডিও করার কথা মাথায় আসে।

এই ভিডিও বানানোর মবল উদ্দেশ্যই ছিল এই অসময়ে মানুষের মধ্যে একটু পজিটিভ ভাইব ছড়ানো। গানটিতে তেমন বার্তাই রয়েছে। এই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে বাংলা টেলিভিশনের তারকাদের। রয়েছেন রূপসা চক্রবর্তী, প্রিয়ম চক্রবর্তী, অমৃতা চক্রবর্তী, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা, বুলবুলি পাঁজা, তানিয়া কর, বনি মুখোপাধ্যায়, দিব্যা দাস, রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমাশ্রী দাস।

এছাড়াও এই মিউজিক ভিডিওয় অংশ নিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের পুলিশ আধিকারিক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মৌমিতা বলছেন, উনি অসাধারণ পারফর্মেন্স করেছেন। ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রত্যেকেই খুব ভালো কাজ করেছেন। এছাড়া মিউজিক ভিডিওয় দেখা গিয়েছে শুভজিৎ কর, জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ সরকার, রাজীব বোস, গোপাল তালুকদার, জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরো ভিডিওয় ভয়েস ওভার দিয়েছেন মৌমিতা নিজে।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শ্যুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শ্যুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শ্যুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

অরিজিনাল নাচের কিছু স্টেপ এক রাখলেও, বাকিটা নিজের মতো করেই কোরিওগ্রাফ করেছেন মনামী ঘোষ। আর তা তাঁর ভক্তরা বেশ পছন্দও করেছেন। তবে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি নয়। মনামী বেছে নিয়েছেন একটি গোলাপি হলুদের শাড়ির আর ডিপ পার্পল রাফলড স্লিভ ব্লাউজ। গেঁদা ফুল গানে মনামীর কোমর দোলানোয় কুপোকাত তাঁর ভক্তরা। আর সব সময়ের মতোই তাঁকে দেখতেও সুন্দর লেগেছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়।

নাচের পাশাপাশি এই গুণটিও আছে মনামীর, ভাইরাল ভিডিও

কলকাতা- সারা দেশ জুড় চলছে লকডাউন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতেই সারা দেশ এখন স্তব্ধ। বন্ধ বিনোদন জগতও। তাই ঘরবন্দি তারকারাও। বাড়িতে থেকে নিজেদের ভালো লাগার কাজগুলিই তাঁরা করছেন। অভিনেত্রী মনামী ঘোষ প্রায়ই নাচের ভিডিও দিচ্ছেন। এবার গান গেয়ে ভিডিও পোস্ট করলেন অভিনেত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি মনামী নাচেও যে বেশ ভালোই পারদর্শী তা তাঁর ভক্তরা জানেন।

তাই লকডাউনের পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে নাচের ভিডিও পোস্ট করছেন। কিন্তু মনামী যে গানও গাইতে পারেন তা অনেকেরই অজানা ছিল। এবার ইনস্টাগ্রামে গান গেয়ে ভিডিও দিলেন তিনি। মনামী গাইলেন ম্যায় কোই অ্যায়সা গীত গাও কি আরজু জাগাউ। কালো শাড়ি আর কপালে টিপ পরে মনামীর এই ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হল। শ্যুটিংয়ের চাপে এমনিতে নিজের ভালোলাগার বিষয়গুলিতে সেভাবে সময় দেওয়া হয় না।

কিন্তু এখন বাড়িতে অনেকটাই সময়। তাই প্রায়ই বিভিন্ন গানে নেচে ভিডিও আপলোড করছেন মনামী। আর মুহূর্তে ভাইরালও হচ্ছে সেই ভিডিওগুলি। সম্প্রতি বড় লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল গানেও নাচেন মনামী। বাড়িতেই বেশ কায়দা করে নাচের শ্যুট করেছেন তিনি। কখনও বাড়ির গেটের সামনে, কখনও আবার চেয়ারে বসে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

আমরা কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করব না : পদ্মনাভ ৩

স্টাফ রিপোর্টার , কলকাতা : দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। এর জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ব্যাবসা, কলকারখানা বন্ধ। প্রত্যেক দিন হাজার হাজার কোটি টাকার খত হচ্ছে। ভারতের অর্থনীতি এমনিতেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, করোনার ধাক্কায় যে অবস্থা আরও খারাপ হবে তা বলাউ বাহুল্য। বেশি সমস্যায় পড়বে ছোট ব্যাবসায়ীরা। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দাওয়াই দিচ্ছেন। স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিন প্লে রাইটার তথা অভিনেতা পদ্মনাভ দাশগুপ্ত একটি ভালো উপায় বলেছেন।

তিনি তার সোশ্যাল মাধ্যমে লিখেছেন , 'আমার একটা প্রস্তাব আছে। আগামী এক বছর আমরা কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করব না। জামাকাপড় হাতিবাগান গড়িয়াহাট বা ভবানীপুরের দোকান থেকে কিনব। প্রসাধন থেকে শুরু করে মুদির যাবতীয় জিনিস ছোট ব্যবসায়ীদের থেকে কিনব। পৃথিবী জোড়া ব্র্যান্ড রা ঠিক সামলে নেবে কিন্তু আমার দেশের ছোট ব্যবসায়ীদের ভরসা আমরা। যদি সম্ভব হয় সমস্ত কেনাকাটার ক্ষেত্রে এই পাশে থাকা সম্ভব হয় তাহলে কিছুটা পাশে দাড়ানো যাবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেছেন , 'কিছু লোক শপিং মলে যাবেন তাদের আটকানোর ইচ্ছেও নেই। কিন্তু আমাদের মতো কিছু মানুষ যারা এখনো মনে করি আমাদের কিছু করার আছে , চেষ্টা করা যাক একটু।' আর্জি জানিয়েছেন, 'সবাই মিলে যদি এটা কিছুটা করা যায় অনেক মানুষ বেঁচে যাবেন।একটা ছোট দোকান থেকে জিনিস কিনলে একটা ছোট্ট মেয়ে হয়তো তার স্কুলটা যেতে পারবে, একজন বাবা তার পরিবারের জন্য একবেলার খাবার আনতে পারবেন। ভেবে দেখবেন যদি সম্ভব হয়।'

প্রসঙ্গত, শনিবার বাংলায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের পর নবান্নে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হবে দেশে। আমরাও সকলে সহমত হয়েছি। আমি আমার রাজ্যে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৩০ এপ্রিলের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে'। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'লকডাউন মানবিকভাবে করতে হবে। একসঙ্গে জমায়েত করতে বারণ করছি। ৩টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে"প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন, আগামী ২ সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে সকলে বাড়িতে থাকুন। দূরে থেকে বাজার করুন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত মুদির দোকান খোলা থাকবে। অনেকে বিস্কুট, পাঁউরুটি খান। বেকারি চালু করতে বলেছি। তবে প্রোটোকল লঙ্ঘন করা যাবে না। নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা নেব'।

কোয়ারেন্টাইনে গিটার বাজালেন পরমব্রত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিমি-রুক্মিণী

কলকাতা: টানা ২১ দিন ঘরবন্দি সকলেই। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত গোটা দেশ লকডাউন। গৃহবন্দি অবস্থায় নানা কাজের মাধ্যমে মানুষ সময় কাটাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মতো ঘরবন্দি রয়েছেন তারকারাও। এই অবস্থায় তারাও নিজেদের মতই সময় কাটাচ্ছেন। কেউ এই সময় ছবি আঁকছেন কেউ রান্না করছেন, কেউ বা গান-বাজনা করছেন। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় গিটার বাজিয়ে মুগ্ধ করলেন তার ভক্তদের।

পরমব্রত তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। পরমব্রত যে অভিনেতা এবং পরিচালক ছাড়াও একজন ভালো মিউজিশিয়ান, তা তাঁর ভক্তরা ভালোমতোই জানেন। আর কোয়ারেন্টাইনে সেই গুনেরই আরও একবার প্রদর্শন করলেন টলিউডের এই হার্টথ্রব। পরমব্রত এই ভিডিওতে খুব সুন্দর একটি লিড বাজিয়েছেন। সেই সুরেলা লিড শুনে প্রায় কুপোকাত তার ভক্তরা। এমনকি, পরমব্রতর এই গিটার বাজানোয় মুগ্ধ হয়েছেন টলি অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবং রুক্মিণী মৈত্রও।

ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে পরমব্রতর লিখেছেন, আগামী দিনে আরও এরকম শেয়ার করব যদি সবাই পচা টমেটোর বদলে উৎসাহ দেন। পরমব্রতর এই ভিডিও দেখে প্রশংসা করেছেন মিমি। তিনি লিখেছেন 'দারুণ'। উত্তরে পরমব্রত মজা করে লিখেছেন 'আহা আমার কি সৌভাগ্য'। অভিনেত্রী রুক্মিণীও পরমের এই প্রতিভা দেখে মুগ্ধ। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনে পরমব্রত যদি এরকম ভিডিও শেয়ার করতে থাকেন তাহলে তাদের তাঁর ভক্তদের ঘরবন্দি জীবন ভালোই কাটবে।

পরমব্রত যেরকম গিটার বাজাচ্ছেন। তেমনই ছবি এঁকে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। নুসরত যে এত ভালো ছবি আঁকেন তার ভক্তদের আগে জানা ছিল না। ঘরবন্দি অবস্থায় অনেকটা সময় পেয়ে সেই প্রতিভাকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন তিনি।

বাবা-মার জন্য চিন্তা হয়', লকডাউনে আটকে পড়ে জানালেন অঙ্কিতা

কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলো প্রথম দিকে বেশ ভালই লাগছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি গুয়াহাটিতে। সেখানে দেখা করতে এসে লকডাউন এর জন্য আটকে পড়লাম। তবে খারাপ লাগেনি। কারণ এখানকার জানলা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। আর এই বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখে মনে হয় যেন কোনও আঁকা ছবি।

বাড়িতে এই মুহূর্তে আমরা চারজন। পরিচারিকাদের বহুদিন আগেই আসতে না করে দিয়েছি। তাই চারজন পরস্পরের কাজে সাহায্য করে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। এছাড়া আমার বাকি সময় কাটে শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে গল্প করে, সিনেমা দেখে, ছবি এঁকে, খবর দেখে, গুগলে নানা অজানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে, এখানকার কুকুর ও বাঁদরদের খাইয়ে। তবে এখন একটু মন খারাপ করে। অনেকদিন হয়ে গেল নিজের বাবা-মাকে দেখিনি। মিস যেমন করি তেমনই এই অসময় ওদের জন্য খুব চিন্তা হয়। সকালে উঠে যখন জানলা দিয়ে জনমানবহীন রাস্তাটা দেখি, তখন সত্যি খুব কষ্ট হয়। গুয়াহাটির মানুষ ভীষণ দায়িত্বশীল।

লকডাউনকে গুরুত্ব দিয়ে এরা পালন করছে। তাই এই সময় রাস্তায় কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। লকডাউন এর জেরে বাজারে ভালো টাটকা ফলের বেশ ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে, এর থেকেও হাজারগুণ কষ্টে কত গরিব মানুষের দিন কাটছে। তারা সামান্য দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছেন কিনা সন্দেহ আছে তবে হ্যাঁ এই লকডাউন এর সময় একটা ভালো কাজ আমি করেছি। আমার ফেসবুকে এমন প্রচুর বিকৃত চিন্তা-ভাবনার মানুষকে আনফ্রেন্ড করেছি। তাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবী লোকজনও যেমন আছে তেমনই বহু তারকাও রয়েছেন। এমনিতেই খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তার উপর তাদের এই লেখাগুলি আমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছিল।

বিজয় দিলেন ১ কোটি ৩০ লাখ

তিনি 'অর্জুন রেড্ডি' বিজয় দেবরাকোন্ডা। তেলুগু সিনেমার অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ তেলুগু চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সিনেমায় তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি স্থান করে নিয়েছে। ২০১৯ সালে ফোর্বস—এর 'থার্টি আন্ডার থার্টি'র তালিকায় নাম ছিল এই অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজকের। তাঁর প্রযোজনা কোম্পানি কিং অব দ্য হিল এন্টারটেইনমেন্ট ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশংসিত ছবি উপহার দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে। শুধু তা—ই নয়, ২০১৯ সালে দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে বেশি গুগোল করা মানুষটি ৩০ বছর বয়সী এই বিজয় দেবরাকোন্ডা।

সম্প্রতি বিজয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক লাইভ ভিডিও আলাপে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হায়দরাবাদ পুলিশকে, করোনা আর সাধারণ মানুষের মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়ানোর জন্য। এরপরই তিনি করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের লড়তে ১ কোটি ৩০ লাখ রুপি দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ওই ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমরা যোদ্ধা। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আরও শক্ত হতে হবে। আমি শিগগিরই করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ১ কোটি ৩০ লাখ রুপি দিচ্ছি। আর এই কাজটি করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আসুন, আমরা কঠিন সময়ে সবাই সবার পাশে থাকি। ভালোবাসা আর সহানুভূতির বিশ্ব গড়ি।'

অর্জুন নিজের ইনস্টাগ্রামে সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কোয়ারেন্টিনে সকালবেলা উঠে অর্জুন নিজের বিছানা নিজেই গোছান। এরপর ফ্রিজে পানি ভরে রাখেন। ময়লা ফেলেন। ভিডিও গেম খেলেন। বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখেন। আম দিয়ে আইসক্রিম বানান। সেটি নিয়ে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে বসেন। আর এই ভিডিওটি করেছেন বিজয়ের বাবা। বিজয় আবার দুলকার সালমানকে মনোনীত করেছে কোয়ারেন্টিনে সে সারা দিন কী করে, সেই ভিডিও প্রকাশ করার জন্য।

বিজয়কে সর্বশেষ দেখা গেছে 'ওয়ার্ল ফেমাস লাভার' ছবিতে। এখানে একজন প্রেমিক লেখকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তিনি। যার লেখা তিনটি গল্প দেখানো হয় সিনেমায়। এর ভেতর একটি আবার মূল চরিত্র গৌতমের নিজের জীবন। খুব তাড়াতাড়ি বলিউডের বড় পর্দায় অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। অনন্যা পাণ্ডেকে সঙ্গী করে। সিনেমার নাম 'ফাইটার'।

প্রথম সাক্ষাতে কাজলকে একদম পছন্দ ছিল না শাহরুখের

মুম্বই: বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হল শাহরুখ খান ও কাজল। এক সময়ে পর্দায় এই জুটির রোম্যান্স দেখার জন্য সিনেমা হল নিমেষে হাউসফুল করতেন দর্শকরা। তাঁদের রসায়ন ছিলই এমন। কিন্তু জানেন কি প্রথম সাক্ষাতে কাজলকে মোটেই পছন্দ হয়নি শাহরুখের।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, প্রথম দেখায় কাজলের অভিনয়, পেশাদারিত্ব নিয়ে ঠিক আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না শাহরুখ। এমনকী, এই নিয়ে আমির খানকে তিনি সাবধানও করেছিলেন। বলেছিলেন কাজলের জীবনে লক্ষ্যের অভাব রয়েছে এবং খুবই খারাপ অভিনেত্রী।

সাক্ষাৎকারে কিং খান বলেছেন, বাজিগরে যখন আমি কাজলের সঙ্গে কাজ করছি, তখন আমির ওঁর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি ওঁকে একটা মেসেজ করে বলেছিলাম, খুবই খারাপ। ওঁর কোনও লক্ষ্য নেই। তুমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ধারণা বদল হয়ে যায় শাহরুখের। কাজলের একটি দৃশ্য অনস্ক্রিন দেখেই আমিরকে সন্ধে বেলা ফোন করেন তিনি। ফোন করে বলেন, আমি জানি না কী বলব! কিন্তু পর্দায় অসাধারণ ও।তবে শুধু শাহরুখ নয়। কাজলেরও প্রথম দেখায় মোটেই আজকের কিং খানকে ভালো লাগেনি। তিনি বলছেন, আমার মনে আছে শাহরুখ ও অন্যান্য অভিনেতারা ছবির সেটে ছিল। আর আমি ওঁর মেক আপ আর্টিস্টের সঙ্গে মারাঠিতে বকবক করে যাচ্ছিলাম। আমার গলা শুনে ওরা ভাবছিল, এ আবার কী! শাহরুখ খুব গম্ভীর ছিল। কিন্তু আমি তো কথাই বলে চলেছিলাম। অবশেষে ও বলল, তুমি দয়া করে চুপ করবেচুপ করে যাও। আমার মনে হয় এভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

শাহরুখ বলছেন, এখনও আমায় কাজলকে এভাবেই চুপ বলতে হয়। কাজল টেকনিকার অভিনেতা নয়। ও একজন সৎ অভিনেতা। আর এটাই ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ। আমার মেয়ে অভিনেত্রী হতে চায়। এই গুণটা কাজলের থেকে ও শিখুক, আমি চাই।

বাজিগর সফল হওয়ার পরে আরও বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন শাহরুখ ও কাজল। দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে ছবি এর মধ্যে ঐতিহাসিক। এ ছাড়াও কুছ কুছ হোতা হ্যায়, কভি খুশি কভি ঘম ছবিতেও মুগ্ধ করেছিল ৯ এর দশকের এই জুটি। আজও সেই রসায়নের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর পরে আবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে মাই নেম ইজ খান, দিলওয়ালে-তে।

চলতি বছর সংগীত জীবনের ২১ বছর পূর্ণ করছেন জয় সরকার

কলকাতা: যাঁরা আধুনিক বাংলা গান ভালোবাসেন তাঁরা বোধ হয় প্রত্যেকেই জয় সরকারকে স্বজন মনে করেন। সম্প্রতি এই শিল্পী নিজের সঙ্গীত জীবনের ২১ বছরে পা রেখেছেন। এই উপলক্ষ্যে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জয়কে। প্রীতি ও শুভেচ্ছায় অনেকেই হয়েছেন তাঁর সুরের সঙ্গী। শ্রাবণী সেন, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মনোময়, শ্রীজাত, শুভমিতা— কে নেই সেখানে!

শ্রাবণী সেনের কথায়, "জয়ের সঙ্গে বহু কাজ করেছি। আমাদের প্রথম অ্যালবাম 'ভালবাসা কারে কয়'-এ অসাধারণ কাজ করেছিল। গেয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম। এর পরেও আরও দু-তিনটে অ্যালবামে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। জয় আদ্যপান্ত ভাল মানুষ। ওঁর সঙ্গে ভবিষ্যতেও আরও কাজ করব।"

পড়ুন: বিদ্যাসাগর কার, এই নিয়েই কাড়াকাড়ি রাজ্য রাজনীতিতে

মনোময় ভট্টাচার্যের মতে, "জয় সঙ্গীত জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। জয়ের সঙ্গে কাজ করে স্বাধীনতা পাই। ও কখনো কিছু চাপিয়ে দেয় না। একজন কম্পোজার হিসেবে জয় আমাকে গান গাইবার উৎসাহ দেয় সব সময়।"

জয়ের সঙ্গীত জীবনের ২১ বছর প্রসঙ্গে কবি শ্রীজাত বলেন, "যাঁরা বাংলা গান ভালবাসেন— এ ঘটনা তাঁদের বাড়ির আপনজনের জন্মদিনের চেয়ে কম কিছু নয়। যাঁরা আজ বাংলা গানের শ্রোতা জয় তাঁদের সকলেরই বাড়ির লোক। আমি নিজেও জয়ের অন্ধ অনুরাগী। যখন ওকে চিনতাম না তখনও ওঁর গান আমাকে তারা করে বেরিয়েছে। ওঁর সুরের চলন, ভাবনার ধরণ আমাকে ভাবায়। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে গান লেখার সুবাদে জয়ের সঙ্গে বেশ কিছু কাজ করতে পেরেছি।"

হঠাৎ অসুস্থ ইরফান খান, ভর্তি করানো হল হাসপাতালে

হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলো অভিনেতা ইরফান খান কে। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, তাকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের আইসিইউতে অ্যাডমিট করা হয়েছে।

ইরফান খান কয়েক বছর আগেই নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার হঠাৎ তার শরীর দ্রুত খারাপ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লকডাউনের মাঝে ইরফানের পরিবারে শোকের ছায়া, শেষকৃত্যেও নেই অভিনেতা

মুম্বই: দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এরই মধ্যে খারাপ খবর। অভিনেতা ইরফান খানের পরিবারে শোকের ছায়া।

৯৫ বছর বয়সে চলে গেলেন ইরফান খানের সইদা বেগম। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শনিবার সকালে অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয় তার। তিনি থাকতেন রাজস্থানের জয়পুরের বেনিওয়াল কান্তা কৃষ্ণ কলোনিতে।

কিন্তু মায়ের মৃত্যু তে যেতে পারলেন না অভিনেতা ইরফান খান। ভিডিও কনফারেন্সে জানালেন শেষ শ্রদ্ধা। কারণ তিনি এই মুহূর্তে রয়েছেন মুম্বইতে। লকডাউনের জেরে মায়ের শেষকৃত্যেও যোগ দিতে পারবেন না ইরফান।

ইরফানের মা সইদা বেগম ছিলেন নবাব পরিবারের মেয়ে। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

সইদার তিন সন্তান, ইরফান, সলমন ও ইমরান। ইরফান খানের ভাই সলমন জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তাঁর মা। শনিবার সকালে আচমকা তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরিচালক সুজিত সরকারের সঙ্গে ইরফানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

দিনমজুরদের খাবার ও মাস্ক-স্যানিটাইজার বিলি ক্যাটরিনার

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চলছে সারা দেশ জুড়ে লকডাউন। এই সময়ে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। এই অবস্থায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ ও দীনমজুরদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন তারকারা। এবারে মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, তিনি এই জেলার দীনমজুরদের জন্য খাবার ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার দায়িত্ব নিতে চলেছেন। ক্যাটরিনার নিজস্ব প্রসাধনীর ব্র্যান্ড রয়েছে। তার নাম কে বিউটি। সেই ব্র্যান্ডের তরফেই সাহায্য করার কথা বলেছেন ক্যাটরিনা। ডিহাত ফাউন্ডেশন নামক এক সংস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে কে বিউটি ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই বিষয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন অভিনেত্রী।

তিনি বলছেন, এই সংকটের পরিস্থিতিতে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কিছু মানুষের সংকট সীমাহীন ও কল্পনাতীত। কে বিউটি তাঁদের পাশেই দাঁড়াতে চায়। ডিহাত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জোট বেঁধে সাহায্য করতে পারায় তিনি গর্বিত বলেও জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ভান্ডারা জেলার দীনমজুরদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সামগ্রী যেমন ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি দেবেন তাঁরা। তবে এই প্রথম নয়। প্রধানমন্ত্রীর পিএমকেয়ারস তহবিলেও অর্থ অনুদান করেছিলেন ক্যাটরিনা।এই সংকটের পরিস্থিতি বলিউডের সেলেব্রিটিরা এগিয়ে আসছেন। করোনা চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল সহ আরও বেশ কিছু তহবিলে অক্ষয় কুমার মোট ২৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন গৌরী খানও। এই লকডাউনে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই খবর নিজেই জানিয়েছেন গৌরী।

মুম্বইয়ের গোরেগাঁও, করমালা চওল, ইন্দিরানগর, সান্তাক্রুজ, ভীমনগর, হনুমান নগর-সহ আরও বেশ কিছু এলাকার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। লকডাউনের জন্য বন্ধ বিনোদন জগতও। আর মুম্বইয়ের বিনোদন জগতেও এমন বহু শ্রমিক আছেন যাঁদের কপালে এখন ভাঁজ। মুম্বইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এমন ২৫ হাজার শ্রমিক পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন সলমন

সোমবার মেলারমাঠ পুকুরে এক ব্যক্তির জলডুবে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে চাঞ্চল্য বিরাজ করে। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-আক্রান্তের দোহাই, পরিবারের অজ্ঞাতে মায়ের মৃতদেহ সৎকার, করিমগঞ্জ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রহস্যের গন্ধ পচ্ছেন ছেলে

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : করোনা নিয়ে করিমগঞ্জ জেলায় এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য অপরিপক্ক জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের চরম গাফিলতিকে দায়ী করছেন ভুক্তভোগী মানুষ। আর এর মাশুল দিতে হচ্ছে জেলার সাধারণ নাগরিকগণকে। করোনায় মৃতদের শেষবারের মতো তাঁর নিকট-আত্মীয় এবং পরিবারের সদস্যদের মুখ দর্শন পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ। এমনই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন করিমগঞ্জ শহরের স্টেশনরোডের সদ্য মাতৃহারা রাজা রায়চৌধুরী।

রাজার আরও অভিযোগ, নিষ্ঠুর জেলা প্রশাসনের জন্য বড় ছেলে হিসাবে মায়ের মুখাগ্নি থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে যে মৃতদেহ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৎকার করা হয়েছে, তা আদৌ তাঁর মায়ের না অন্য কারোর এ নিয়েও সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন মাতৃহারা রাজা রায়চৌধুরী।

মাতৃশোকে বিহ্বল রাজা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, গত ২৬ আগস্ট সামান্য শ্বাসকষ্ট অনুভব করায় মা শীপ্রা রায়চৌধুরীকে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কতর্ব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শে সেদিনই মাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান ছোট ছোট ভাই চম্পক। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ষাটোৎসর্ধ শীপ্রা রায়চৌধুরী না ফেরার দেশে পাড়ি দেন।

শিপ্রাদেবীর বড় ছেলে রাজা রায়চৌধুরী কাঁদতে কাঁদতে আরও বলেন, যেহেতু শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তাই মৃত্যুর পর শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মায়ের করোনা পরীক্ষা করা হয়। রেজাল্ট আসে পজিটিভ। এদিনই, অর্থাৎ ২৬ আগস্ট রাত আনুমানিক পৌনে বারোটা নাগাদ মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাঁদের কাছে পৌঁছে। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকে শেষবারের মতো তাঁর মুখ দর্শনের জন্য পথ চেয়ে বসে ছিলেন বড় ছেলে রাজা। হৃদয়বিদারক এই করুণ কাহিনি তুলে ধরতে গিয়ে রাজা আরও বলেন, পরিবারের সদস্যদের অন্ধকারে রেখে মৃতদেহ সৎকার পর্যন্ত করে নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী বড় ছেলে হিসেবে মায়ের মুখাগ্নি থেকেও বঞ্চিত করেছেন প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা। স্বাস্থ্য বিভাগের চরম উদাসীনতার দরুণ অন্তিমবারের মতো মায়ের মুখটাই দেখতে পারলেন না তিনি। এই বলে দু চোখে অশ্রু ঝরিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের অজ্ঞাতে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ যে মৃতদেহ সৎকার করেছে, সেই মৃতদেহ শীপ্রা রায়চৌধুরীর নয় বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মাতৃহারা রাজা রায়চৌধুরী আইনের সাহয্য নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা সম্মতি না দেওয়ায় তিনি পিছিয়ে যান। মা হারানোর করুণ ব্যাথা বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাজা ও ভাই চম্পক বলেন, মায়ের স্বাভাবিক মৃত্যুর পরও শেষবারের মতো তাঁর গর্ভধারিণীর মুখ দর্শন ভাগ্যে জুটবে না তা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেননি।

রাজা রায়চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির কাহিনির বর্ণনা করেন। বলেন, ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় অপরিচিত একটি নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলে ফোন আসে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি শিপ্রা রায়চৌধুরীর কে হোন? তিনি নিজেকে শীপ্রা রায়চৌধুরীর বড় ছেলে বলে পরিচয় দেওয়ার পর, ফোনের অপরপ্রান্তের ব্যাক্তিটি বলেন, আমি করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনার মায়ের মৃতদেহ আজই এসে পৌঁছবে ব্রজেন্দ্র রোডের শ্মশানে। প্রত্যুত্তরের কোনও সুযোগ না দিয়েই অপরপ্রান্ত থেকে ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মায়ের মৃতদেহ কখন কীভাবে আসবে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছ থেকে এমন খবরের অপেক্ষায় গভীর উৎকণ্ঠায় ছিলেন রাজা।

রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে রাজা জানতে পারেন, ব্রজেন্দ্র রোডের শ্মশানে একটা মৃতদেহ সৎকারের জন্য এসেছে। তোমার মায়ের দেহ কি না খবর নাও। এই খবর পাওয়ার পরই রাজা করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত ফোন নম্বরে ডায়াল করে তাঁর মায়ের মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে কি না জানতে চান। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিটি অপরপ্রান্ত থেকে প্রত্যুত্তরে রাজাকে বলেন, এ ব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না, সদর সার্কল অফিসারই সবকিছু বলতে পারবেন।

রাজা তড়িঘড়ি সময় নষ্ট না করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যান ব্রজেন্দ্র রোডের শ্মশানে। সেখানে গিয়ে রাজা দেখেন, বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে দুজন গুজরাটি দাঁড়িয়ে আছেন এবং চুল্লির ভিতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন রাজা। কার মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে? দণ্ডায়মান দুই গুজরাটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান "ইস বারে মে হমলোগ কুছ নেহি জানতে"। একরাশ হতাশা ও নিরাশা নিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন হতভাগা রাজা।

জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে রাজা বলেন, আসলেই কি তাঁর মায়ের মৃতদেহ করিমগঞ্জে পাঠানো হয়েছে? না কি করোনার বাহানায় এর পিছনে অন্য কোনও গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে? রাজা বলেন, বৃদ্ধ বাবার দিকে চেয়ে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছি না। কারণ বাবার একটাই কথা, আইন কি তোমার মাকে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারবে? তবে আমার মতো হতভাগা ছেলের সঙ্গে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সৌজন্যে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে, যে পরিস্থিতির শিকার আমি হয়েছি, এমনটা যেন আর কারোর সাথে না ঘটে। এদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি মেনে মাতৃহারা রাজা ও চম্পক মায়ের "হবিশ" ব্রত পালন করছেন।

মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে ভরতির জন্য জেইই এনইইটি পরীক্ষা পিছনোর দাবি, অনলাইনে ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন এআইডিএসও-র

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভরতির জন্য দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত জেইই (মেইন) এবং এনইইটি-ইউজি পরীক্ষা কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রমণকালে অনুষ্ঠিত না করতে পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টসি অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)-র সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে সোমবার শিলচরে সংগঠনের পক্ষ থেকে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইনে প্রতিবাদ কর্মসূচি সাব্যস্ত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঊর্ধগামী। এমতাবস্থায় প্রস্তাবিত আগামী ১-৬ সেপ্টেম্বর এবং ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বেশিরভাগ ছাত্র এবং অভিভাবকরা জোরালো দাবি উত্থাপন করেছেন।

কিন্তু ছাত্র ও অভিভাবকদের জোরালো প্রতিবাদকে গুরুত্ব না দিয়ে করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও দেশের সরকার এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি পরীক্ষা করাতে বদ্ধপরিকর। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও ছাত্রছাত্রীদের জীবনের সুরক্ষার প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য রায় দান করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রতিবাদীরা। এই পরিস্থিতিতে এআইডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছে।

প্রেরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় পরীক্ষা এপ্রিল মাসের ৫-১১ এবং মে মাসের ৩ তারিখ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় বর্তমানে যে সংখ্যায় সংক্রমণ ঘটছে তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক লোক সংক্রমণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের জীবন সুরক্ষার প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ১৮-২৩ এবং ২৬ জুলাই পর্যন্ত ওই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংক্রমণের ঊর্ধ গতির জন্য পুনরায় পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়। অথচ বর্তমানে যেখানে প্রতিদিন ৭৫,০০০-এর বেশি সংক্রমণ এবং এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, সে সময় এই পরীক্ষার ঘোষণায় দেশের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা গভীর চিন্তিত। জেইই পরীক্ষায় ১০ লক্ষ এবং এনইইটি- ইউজি পরীক্ষায় ১৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করবে। বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে শারীরিক দূরত্ব মেনে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হবে না বলে স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে।

এছাড়া আরও লেখা হয়েছে, বহু রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক দূরত্ব মেনে বসানোর মতো ব্যবস্থাও নেই। ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকরা যে সব পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে জড়ো হবেন সেখানে সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। এনটিএ যে এসওপি তৈরি করেছে তাতে কোনও অবস্থায় সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে না, কাজেই এই পরীক্ষা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের করোনা সংক্রমণের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

অসম সহ দেশের বহু রাজ্যে আংশিক বা পূর্ণ লকডাউন চলছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে গণ-পরিবহণে যাতায়াত করাও সম্ভব নয়। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত বাহনও নেই। অন্যদিকে অনেকে আর্থিক কারণে গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করতে অক্ষম। এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা পরীক্ষায় বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। এছাড়াও গণ-পরিবহণে যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, গণ-সংক্রমণের ঝুঁকির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অসম, বিহার সহ বেশ কিছু বন্যাকবলিত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি।

এআইডিএসও স্মারকপত্রে লিখেছে এখনও দেশের ১১টি রাজ্যের ১৮৫ টি জেলা বন্যাকবলিত। পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এমন বহু শহরে আগের দিন পৌঁছে ছাত্রছাত্রীদের থাকার মতো বর্তমান পরিস্থিতিতে কতটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তা-ও বলা কঠিন। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা কে করবে, বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বে অতিমারির ভয়াবহতা মানুষের মনে যে আতংকের সৃষ্টি করেছে ছাত্রছাত্রীরা এ থেকে মুক্ত নয়। মানসিক এই অবস্থায় এনটিএ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা চূড়ান্ত অমানবিক। মানুষের কাছে জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নয়। তাই এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে না দিতে স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন এআইডিএসও-র পল্লব পেগু এবং হিল্লোল ভট্টাচার্য।

করোনা-মুক্ত ডি কে শিবকুমার, ছুটি পেলেন হাসপাতাল থেকে

বেঙ্গালুরু, ৩১ আগস্ট (হি.স.): করোনা-মুক্ত হলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। অদৃশ্য ভাইরাসকে পরাজিত করার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন কর্ণাটকের এই কংগ্রেস নেতা। গত ২৫ আগস্ট ডি কে শিবকুমার নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

ভর্তি হন বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে (সুগুনা হাসপাতাল)। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন, আপনাদের আশীর্বাদে শীঘ্রই ফিরে আসব। গত কয়েকদিনের চিকিৎসায় কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করেছেন ডি কে শিবকুমার। সুগুনা হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ ভাইরাস থেকে সুস্থ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ডি কে শিবকুমারকে।

আইআইটি খড়্গাপুরে যন্ত্রণাহীন ইঞ্জেকশনের উপকরণ উদ্ভাবন

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): দেশে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের নানা যন্ত্রণার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়ায়। আইআইটি খড়্গাপুরের গবেষকরা এমন দুটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে যন্ত্রণা-বিহীন চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। পিআইবি সূত্রের খবর, গবেষকের এই দলটি মাইক্রো-নিডল এবং মাইক্রো-পাম্প উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলি চামড়ার মধ্য দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় রোগীর কোন যন্ত্রণা হবে না। গবেষকদের উদ্ভাবিত মাইক্রো-নিডল আকারে যেমন ক্ষুদ্র, একইভাবে চামড়া ভেদ করার সময় এই সুঁচ ভেঙে যাবে না। অধ্যাপক তরুণকান্তি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই উদ্ভাবনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।অধ্যাপক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁদের উদ্ভাবিত মাইক্রো-নিডল এবং মাইক্রো-পাম্পের সাহায্যে শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় এগুলি ত্বকের কোন যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে না। আবার, এগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অন্য কোন সমস্যাও দেখা দেবে না। এই মাইক্রো-নিডল কার্বন মাইক্রো ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। বর্তমানে, বাজারে যে সুঁচের সাহায্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, এটি তার থেকেও ৪.৮ গুণ বেশি শক্ত। ত্বকে প্রবেশ করানোর সময় প্রচলিত সুঁচের থেকে ৩৬৩ গুণ বেশি ক্ষমতাশালী এই সুঁচ সহজেই ত্বক ভেদ করে ভেতরে ঢুকবে। এর মাধ্যমে ০.০১২ মাইক্রো-লিটার তরল ওষুধ ১ সেকেন্ডের মধ্যেই শরীরে প্রবেশ করানো যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চামড়ার মধ্য দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করার সময় তাতে রোগীর কোনও যন্ত্রণা অনুভব হয় না। ভারতে এ ধরনের সুঁচ তৈরি করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। উদ্ভাবিত এই সুঁচটির একটি চুলের সমান আয়তন। যে মাইক্রো-পাম্পের সাহায্যে ওষুধ রোগীর শরীরে প্রবেশ করবে, সেটি এত ক্ষুদ্র, যে ত্বকের স্নায়ুতে কোন প্রভাব পড়বে না। এর ফলে, রোগীর কোন যন্ত্রণা-ও হবে না। ওষুধ প্রয়োগের এই উপকরণগুলি ইতিমধ্যেই প্রচলিত পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষকরা ইতিমধ্যেই ভারতে এর স্বত্ত্বের জন্য আবেদন করেছেন। নেচার এবং আইইই পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-ও প্রকাশ করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর আইআইটি খড়্গাপুরের এই গবেষণার কাজে অর্থ যুগিয়েছে।

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ২২৮, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা-সংক্রমিত ১৪,৪১১

পুদুচেরি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৭ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯১ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২২৮ এবং ১৪,৪১১। ১৪ হাজার ৪১১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯,৩৩৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ২৯১ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৬৬ জন ও ১,০৭৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৮৪৯ এবং সুস্থ হয়েছেন ৯,৩৩৪ জন।

অভিন্ন ভোটার তালিকা একান্ত প্রয়োজন : ড় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): শ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচাতে অভিন্ন ভোটার তালিকা একান্ত প্রয়োজন।এই মন্তব্য করলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সভাপতি তথা ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির বরিষ্ঠ গবেষক-অধ্যাপক ড় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

সুদীপ্তবাবু "হিন্দুস্থান সমাচার"-কে জানান, 'দেশে একাধিক ভোটার তালিকা বাদ দিয়ে একক ভোটার তালিকা করতে আগ্রহী হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার।আমাদের দেশে কত ধরনের ভোটার তালিকা রয়েছে এবং কেন পার্থক্য রয়েছে দেখে নেওয়া যাক। অনেক রাজ্যেই পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের ভোটারদের তালিকা সংসদ ও বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত তালিকা থেকে আলাদা। আমাদের দেশে নির্বাচনের তদারকি ও পরিচালনা দুটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন (এসইসি) -, এর উপর রয়েছে। সেখানে এই পার্থক্য দেখা যায়।এসইসিগুলি পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন তদারকি করে। তারা স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনের জন্য তাদের নিজস্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে। সুদীপ্তবাবুর মতে, "আমার মতে এক দেশ — এক নির্বাচন হলে ভোটের খরচ কমবে, সব ভোট একই সঙ্গে হয়েও যাবে। এখনকার ব্যবস্থায় সব সময়েই ভোট হয়ে চলেছে এবং আদর্শ আচরণবিধি লাগু থাকার কারণে জনসাধারণের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প বা নীতি ও পরিকল্পনা ঘোষণা করা যায় না। এই যুক্তিতেই দেশে "এক দেশ-এক নির্বাচন" ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। বর্তমানে পঞ্চায়েত ও পুর ভোট করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাজ্যেই নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকাকে ব্যবহার করে। তবে ব্যতিক্রম উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।এই সব জায়গায় স্থানীয়স্তরে নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক ভোটার তালিকা ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে, একক বা একটি ভোটার তালিকার ডাক নতুন নয়। আইন কমিশন ২০১৫ সালে তার ২৫৫ তম প্রতিবেদনে এটির সুপারিশ করেছিল।ইসি-ও ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে একই ধরণের অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এই বিভিন্ন তালিকা ঘিরে বিভ্রান্তিও রয়েছে। অনেক সময়ই দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তালিকায় কোনও ভোটারের নাম নেই, আবার উল্টোটাও হয়ে থাকে।এটা কাম্য নয়। প্রতিটি নাগরিকের নাম সহ একটি দেশের একটিই ভোটার তালিকা হওয়া উচিত।'

৫ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,০৪৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৮০,৮৭২

জয়পুর, ৩১ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নতুন করে ৬৪৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮০,৮৭২। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬৪৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২১৬ জন। আক্রান্ত ৬৪৫ জনের মধ্যে আজমের-এ ৩০ জন, আলওয়ারে ৫২ জন, বরণে ২৯ জন, ভরতপুরে ১৩ জন, ভিলাওয়ারে ৮ জন, বিকানের-এ ২৯ জন, ঢোলপুরে ১২ জন, দুঙ্গারপুরে ১৮ জন, জয়পুরে ১২৭ জন, ঝালাওয়ারে ৩৯ জন, ঝুনঝুনুতে ১৫ জন, যোধপুরে ৪১ জন, কোটায় ৮৯ জন, নাগাউরে ২১ জন, পালিতে ৩৬ জন, রাজাসমন্দে ৪ জন, সওয়াই মাধপুরে ৯ জন, সিরোহিতে ২৮ জন, টোঙ্কতে ২৪ জন এবং উদয়পুরে ২১ জন প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৮৭২-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৫,৩০৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৫১৫ এবং নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,০৪৮ জনের।

উত্তর কাশ্মীরে সেনার কনভয়ে গ্রেনেড হামলা, আহত ৬ জন সাধারণ নাগরিক

শ্রীনগর, ৩১ আগস্ট (হি.স.): ফের সন্ত্রাসী হামলা জম্মু ও কাশ্মীরে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় আহত হলেন ৬ জন সাধারণ নাগরিক। সোমবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায়, আজাদ গুঞ্জ ব্রিজের কাছে সেনাবাহিনীর কনভয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসবাদীরা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাস্তাতেই ওই গ্রেনেড ফেটে যায়।

ফলে আহত হয়েছেন ৬ জন সাধারণ নাগরিক। গ্রেনেড হামলার

ছয়ের পাতায়

প্রশান্ত ভূষণের উপর চূড়ান্ত অবিচার হল, অভিযোগ এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.) :নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নির্ভীক যোদ্ধা বরিষ্ঠ এডভোকেট প্রশান্ত ভূষণের উপর চূড়ান্ত অবিচার নামিয়ে আনা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন এসইউসিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ।

আজ, সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, """ আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, সুপ্রিমকোর্ট ও অন্যান্য হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন বিচারক, প্রখ্যাত আইনজীবী, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ সহ দেশের হাজার হাজার নাগরিকের তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নির্ভিক যোদ্ধা বরিষ্ঠ এডভোকেট প্রশান্ত ভূষণের উপর চূড়ান্ত অবিচার নামিয়ে আনা হয়েছে। ন্যায়বিচারের এই পরিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য কোন ভাষাই যথেষ্ট নয়। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র একসময়ে "স্বাধীন বিচারব্যবস্থা" -র যে মহান আদর্শ ঘোষণা করেছিল আজ বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হবার সাথে সাথে সেই বিচারব্যবস্থাও কিভাবে শাসকশ্রেণী ও দলের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হয়ে পড়েছে।'প্রভাসবাবুর মতে,' কংগ্রেস শাসনের সময়েই ভারতে বিচারব্যবস্থাকে "অনুগত" করে তোলা হয়েছিল, এখন বিজেপি-র রাজত্বে তাকে "নির্দেশ বহ" করে ফেলা হয়েছে। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান কালের প্রতিক্রিয়াশীল যুগে এই হল তার আসল চেহারা। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সূচনা লগ্নে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আজ তার সবই পদদলিত করা হচ্ছে। 'লক্ষণরেখা অতিক্রম করা চলতে পারে না' এই কথার দ্বারা স্বাধীন মতপ্রকাশের সকল কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ এক অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে আজ প্রয়োজন সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। তাই আমরা ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান পথিকৃৎদের গৌরবময় সংগ্রাম ও আত্মদানের কথা স্মরণ করে সকলকে বর্তমান সময়ের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।'

পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় আইসিডিএস কর্মীর মৃত্যু হবে জনতার রাস্তা অবরোধ

বাঁকুড়া, ৩১ আগস্ট (হি. স.): এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক আইসিডিএস কর্মীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গঙ্গাজলঘাটি থানা নন্দনপুর মোড় এলাকা। রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম রেখা ভট্টাচার্য্য (৫৪)। বাড়ি মেজিয়া থানার গোস্বামী গ্রামে। বর্তমানে গঙ্গাজলঘাটি থানার ঘটকগ্রামে বাড়ি করে থাকতেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রেখাদেবী তার স্বামী জনার্দন ভট্টাচার্যের সাথে স্কুটিতে চেপে গ্রামের বাড়ি গোস্বামী গ্রাম থেকে ঘটক গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। নন্দনপুর পেরিয়ে একটি ইউটার্ন বাঁক রয়েছে সেই বাঁক নিতে গিয়ে। পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি রেখাদেবীর স্কুটিতে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তার উপরেই ছিটকে পড়েন। জনার্দন বাবু রাস্তার বাইরে পড়েন। তার আঘাত গুরুতর নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। লরিটি স্কুটি সহ রেখাদেবীকে প্রায় ৩০ ফুট টেনে নিয়ে যায়। তাতেই রেখাদেবীর দেহটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। লৰীৰ চালক ও খালাসি লরি ফেলে চম্পট দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা ত্রিলোচন জানিয়েছেন রেখা ভট্টাচার্য অত্যন্ত মধুর স্বভাবের ছিলেন। তার সামান্য আয়েই দুই ছেলে মেয়েকে মানুষ করেছেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়ার ডাক পেয়ে তিনি এখন জাপানে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা না থাকায় ছেলে মায়ের শেষকৃত্যে থাকতে পারবেন না জেনে গোস্বামী গ্রামের বাসিন্দারা শোকে মুহ্যমান। দুর্ঘটনাৰ পর স্থানীয় বাসিন্দারা উত্তেজিত হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।তাদের বক্তব্য পুলিশি গাফিলতির কারণে শিল্পাঞ্চলের মত ব্যাস্ত জায়গায় যানবাহনের চালকরা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি নিয়ে যায়।যার ফলে এই এলাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসিন্দাৰা মৃতার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং গাড়ির চালক ও খালাসীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জানাতে থাকেন। পুলিশ রেখাদেবীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটি কুড়িয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর পুলিশ মৃতার পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

প্রাপ্য মেটাতে এক হাজার কোটি টাকার বেশি ধার করতে হল বিদ্যুৎ দফতরকে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): লকডাউনের চার মাসে সাধারণ মানুষ ও শিল্প কারখানার কাছে বিদ্যুৎ দফতরের পাওনা হয়েছে অন্তত ২১০০ কোটি টাকা। আর এই বিপুল বোঝা থাকায় বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে প্রাপ্য টাকা মেটাতে এক হাজার কোটি টাকার বেশি ধার করতে হল দফতরকে। যদিও লকডাউন পরিস্থিতিতে চাহিদা কম থাকায় দৈনিক এক হাজার মেগাওয়াট কম জোগান দিতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের আয় কমে যাওয়ার কথা বলেছেন। নবান্ন বিভিন্ন দফতরের কাছে নতুন অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের আয়ের হিসাব চেয়েছিল। তবে রাজ্য সরকারের কর্মীদের যেমন বেতন কাটা হয়নি, তেমনই বিদ্যুৎ দফতরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও প্রাপ্য ভাতা দেওয়া হয়েছে।সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য চাপের রাস্তাতেও হাঁটেনি। সূত্রের খবর, মার্চের শেষ থেকে টানা চারমাস অনেকেই বিলের টাকা দিতে চাননি বা অর্থাভাব থাকায় টাকা দেননি। সাধারণ মানুষ বা ডোমেস্টিক লাইনের কথা বাদ দিলে এমনকী, কারখানা কর্তৃপক্ষের থেকেও দফতরে অনুরোধ এসেছিল, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে পরবর্তী সময়ে বা কিস্তির ভিত্তিতে টাকা নিতে। রাজ্য অবশ্য এই সংকটের সময়ে আর্থিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মেয়াদ বা কিস্তিতে টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ করেছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "লোকের আয় কমে গিয়েছে। অনেকের কাজ নেই। মানবিকতার খাতিরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। ২১০০ কোটি টাকার মতো পাওনা রয়েছে। তবে অনেকেই টাকা পরিশোধ করছেন আস্তে আস্তে।পিডিসিএল, এনটিপিসি বা অন্য যে সংস্থাগুলির থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়, তাদের অবশ্য টাকা মেটানো হয়েছে।১০২৪ কোটি টাকা ধার করতে হয়েছে আমাদের।'

সেলিব্রিটিদের পর এবার কলেজের মেধা তালিকায় কার্টুন চরিত্র সিঞ্চন

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): কার্টুন জগতের অন্যতম চরিত্র সিঞ্চন ও ডরেমন নাকি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পড়াশুনো করতে চায়। শিলিগুড়ি কলেজের মেধা তালিকা অবশ্য তাই বলছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছে শিক্ষা মহলে। মিয়া খালিফা, জনি সিনস, নেহা কক্করের পর এবার স্নাতক স্তরের মেধা তালিকায় সিঞ্চনের ঠাঁই নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। অন্যদিকে , কার্টুন প্রেমীদের মধ্যে হাস্য রসিকতাও শুরু হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত আশুতোষ কলেজকে দিয়ে। ইংরাজি বিভাগের মেধা তালিকায় সেখানে একেবারে প্রথমেই দেখা যায় পর্ন তারকা সানি লিওনের নাম। দেখেই অবাক হয়ে যান পড়ুয়ারা। ওই মেধা তালিকা নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হতেও বেশি সময় লাগেনি। তাঁকে নিয়েই যখন মত্ত নেটিজেনরা ঠিক সেই সময় এই প্রসঙ্গে টুইট করেন সানি স্বয়ং। শীঘ্রই কলেজে পড়তে আসছেন বলেই উল্লেখ করেন তিনি। তা নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। এরপর একই কাণ্ড ঘটে বজবজ কলেজে। সেখানের মেধাতালিকায়ও ছিল সানি লিওনের নাম। এরপর বারাসত গর্ভনমেন্ট কলেজের মেধাতালিকাতেও দেখা যায় একই বিষয়। সেখানকার তালিকায় নাম ছিল সানি লিওনে, মিয়া খলিফা, জনি সিনস — সহ ৪ পর্নস্টারের। এরপর মানিকচক কলেজের মেধা তালিকায় দেখা যায় নেহা কক্করের নাম। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি কলেজে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শিলিগুড়ি কলেজের বিএসসি জেনারেলের মেধা তালিকায় জ্বলজ্বল করছে বিখ্যাত ওই কার্টুন চরিত্র সিঞ্চনের নাম। তার বাবার নামের জায়গায় লেখা ডোরেমন! কিন্তু কীভাবে এই কাণ্ড ঘটল? সদুত্তর নেই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। কলেজের ওই মেধা তালিকা ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কীভাবে এমন কাণ্ড ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ।তাঁরা এ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা স্পষ্ট করলেন।কলেজ অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এবিষয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হবেন তারা। জানা গিয়েছে, ফিজিক্স, বিসিএ, কম্পিউটার সায়েন্সের মেধা তালিকায় এই দুই কার্টুন চরিত্রের নাম দেখা যায়। একজন সিনচ্যান নোরডা আরেকজন ডরেমন।বিষয়টি কলেজ নজরে আসতেই তা সরিয়ে ফেলা হয়।

প্রকাশ্যে গুলি চালানোর অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : এবার প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি ও তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনায় জখম হয়েছেন এক যুবক ও তাঁর বাবা। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের রঘুনাথপুরে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে চিকিৎসা চলছে আহতদের।. থমথমে এলাকা। সূত্রের খবর, যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে লোকজন নিয়ে ঘরের ছাউনি দিচ্ছিলেন জখম আবুল হোসেন নামে এক ব্যক্তি। পিছনেই রয়েছে চিন্টু ওরফে রাজ্জাক শেখদের জমি। আবুল হোসেনের কথায়, "জমি নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। পরে তা মিটেও গেছে। বিকেলের দিকে বাজারে বসে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরাবুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখনই বাইরে থেকে গুণ্ডা নিয়ে এসে গুলি চালায় রাজ্জাক।' অভিযোগ, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আসাদুল শেখের নেতৃত্বে ওই গুলি চালানো হয়েছে। এবিষয়ে ডোমকল পুরসভার চেয়ারম্যান জাফিকুল ইসলাম জানান, ' দু"পক্ষই তৃণমূলের সমর্থক একথা সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। দুটি পরিবারের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ওই সংঘর্ষ।পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ' মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কে সবরী রাজকুমার বলেন,' পূর্ত দফতরের জায়গায় ঘরের ছাউনি দেওয়া নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত।তার জেরেই এক পক্ষ গুলি চালিয়েছে।দু"জন জখম হয়েছেন। এলাকায় পুলিশি তল্লাশি চলছে। ' ঘটনার পরই এলাকায় ডোমকলের এসডিপিও ফারুক মহম্মদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনি টহল দিচ্ছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রবীণ দম্পতিকে থানায় হেনস্থা, অভিযোগ অফিসারের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): ফিস্টের আসর থেকে ভেসে আসা চিৎকার-চেঁচেমেচির প্রতিবাদ করেছিলেন পাশের বাড়ির প্রবীণ দম্পতি। উৎপাত তো থামেইনি, উল্টে ধেয়ে এসেছিল হুমকি ধমকি। বাধ্য হয়েই বছর পঞ্চাশের ছেলেকে নিয়েই মাঝরাতে থানায় আসেন ওই দম্পতি। সেখানে থাকা পুলিশ আধিকারিককে সব কিছু বললেও লাভ হয়নি। সেই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেই ওই প্রবীণ দম্পত্তিকে পাল্টা হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল কলকাতার পর্ণশ্রী থানা। বেহালার পর্ণশ্রী পল্লির বাসিন্দা, পেশায় বেসরকারি চাকরিজীবী প্রবালকান্তি সরকারে পাশের বাড়িতে রবিবার রাতে কিছু যুবক পিকনিকের আয়োজন করেছিল। তার জেরে সেখান থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, হইহুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ফিস্টের আসরে বেপরোয়া আচরণে প্রথমে ভয় পেয়ে চুপ করেও গিয়েছিলেন প্রবীণ দম্পতি। কিন্তু চিৎকার না থামায় বাধ্য হয়ে আবারও মুখ খোলেন তাঁরা। আর তারপরেই বাড়িতে এসে হামলা চালায় পিকনিকে মত্ত মাতাল দামালরা। বাড়ির গ্রিলের দরজায় শুরু হয়ে লাথি আর ধাক্কা দেওয়ার পালা। সমস্যায় পড়েন প্রবালবাবুর বাবা প্রলয়কান্তি সরকার (৮৬) ও তাঁর মা ইলা সরকার (৮৩)।প্রলয়বাবু প্রথমে ওই যুবকদের চিৎকার করতে বারণ করেন।কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয়নি।এরপরে ইলাদেবী ও প্রবালবাবু ওই যুবকদের নিষেধ করার পাশাপাশি জানিয়ে দেন তারা না শুনলে তাঁরাও পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হবেন। সেই কথা বলতেই ধেয়ে আসে পাল্টা হুমকি ধমকি। এমনকি ওই যুবকেরা তাঁদের বাড়ির সামনে এসে সদর দরজার গ্রিলে লাথি মারা ধাক্কা দেওয়া শুরু করে। এই ঘটনার জেরে রবিবার রাত ১ টা নাগাদ ওই প্রবীণ দম্পতি ছেলেকে নিয়ে পর্ণশ্রী থানায় যান অভিযোগ করতে। অভিযোগ, ওই প্রবীণ দম্পতি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চাইলেও সেখানে থাকা পুলিশকর্মীরা জানিয়ে দেন ডিউটি অফিসার না থাকায় ডায়রি করা যাবে না।মামুলি অভিযোগ হিসাবে ঘটনাটি দায়ের হবে। কিন্তু প্রবালবাবুর বাবা-মা ঘটনাটি এফআইআর হিসাবেই দায়ের করতে চান। তাই ডিউটি অফিসার কখন আসবে সেই অপেক্ষায় তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন থানাতেই। প্রায় ঘন্টা তিন বাদে এক আধিকারিক ভোরের দিকে থানায় এসে ওই দম্পতিকে বসে থাকতে দেখে তাঁদের অপেক্ষা করার কারন জিজ্ঞাসা করেন। তখনই জানা যায় থানায় ডিউটি অফিসার রয়েছেন। সেই ডিউটি অফিসারই ওই প্রবীণ দম্পতিকে বলেন, ডিউটি অফিসার না থাকায় অভিযোগ দায়ের করা যাবে না

কেন ওই দম্পতিকে ওই ভাবে হেনস্থা করা হল সেটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

পরিষেবা বন্ধ থাকার জেরে মেট্রো রেলের ক্ষতি ১৬২ কোটি টাকা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): ২৩ মার্চ বন্ধ হয়েছিল পরিষেবা। আবারও তা খুলতে চলেছে কমবেশি ১৭০ দিন পরে।অর্থাৎ প্রায় ৬ মাস কলকাতায় বন্ধ ছিল মেট্রো রেল পরিষেবা। আর এই পরিষেবা বন্ধ থাকার জেরেই কলকাতা মেট্রো রেলের ক্ষতি হয়েছে ১৬২ কোটি টাকা। যাত্রী পরিষেবা নতুন করে চালু করে যে আয় হবে তা দিয়েই পূরণ করতে হবে এই ক্ষতি। বিষয়টি নিয়ে সোমবার চর্চা করেন মেট্রোর কিছু কর্তা। সেপ্টেম্বর থেকেই স্বাভাবিক পরিষেবায় ফিরছে কলকাতা মেট্রো রেল। প্রাথমিকভাবে দিনে ১০ মিনিট অন্তর মোট ১০০ টি ট্রেন দিয়েই প্রাথমিক ভাবে পরিষেবা শুরু হবে। পরে এটা দেখে নেওয়া হবে ঠিক কোন সময়ে যাত্রীদের ভিড় বেশি হচ্ছে। সেই বুঝেই ওই সময়ে দুটি ট্রেনের ব্যবধান কমিয়ে বাড়তি ট্রেন দেওয়া হবে। লকডাউন শুরুর আগে কলকাতায় দিনে মেট্রো রেল ২৮৪ টি ট্রেন চালাতো। সর্বোচ্চ ২০ মিনিট ও সর্বনিম্ন ৪ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবা মিলত। কিন্তু এবার মেট্রো চালু হলে সেই সময়ের ব্যবধানে মেট্রো রেল চালানো যে যাবে না সেটা মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। কারন হিসাবে তাঁরা বলেছেন, মেট্রো রেলের কর্মীরা যে সবাই কলকাতাতে থাকেন এমন নয়।অনেকেই লোকাল ট্রেন ধরে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুরথেকে নিত্যদিন যাতায়াত করেন।কিন্তু লোকাল ট্রেন না চলায় তাঁরা এখন কেউ আসতে পারছেন না। তাই কর্মীর অভাবে ৪ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। আপাতত তাই ঠিক হয়েছে ১০ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন চালিয়ে দেখা হবে কোন কোন সময়ে কতটা ভিড় হচ্ছে। পরে সেই বুঝে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে।এই হিসাবে এখন মেট্রো পরিষেবা শুরু হলে দিনে ১০০ টি ট্রেন পাওয়া যাবে।

আদালত অবমাননায় প্রশান্ত ভূষণকে ১ টাকা জরিমানা অন্যথায় ৩ মাসের জেল

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.): প্রশান্ত ভূষণকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু, তাতে রাজি হননি প্রবীণ এই আইনজীবী। অবশেষে আদালত অবমাননার দায়ে সাজা শোনাল সর্বোচ্চ আদালত। আদালত অবমাননার দায়ে সোমবার প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে ১ টাকা জরিমানা করল সুপ্রিম কোর্ট। তা দিতে না পারলে তিন বছর প্র্যাকটিস করতে পারবেন না প্রশান্ত ভূষণ এবং তিন মাসের জেল হবে। সোমবার এই সাজা শুনিয়েছে বিচারপতি অরুণ মিশ্রর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

তহেলকার সাংবাদিক তরুণ তেজপালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিচারপতিদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নিয়ে ২০০৯ সালের একটি মামলা দায়ের হয় প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে বিচারপতিদের নিয়ে সম্প্রতি দু'টি টুইটের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছে শীর্ষ আদালত। দ্বিতীয় মামলাটিতে গত ১৪ আগস্ট দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। প্রশান্ত ভূষণকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু, তাতে রাজি হননি প্রবীণ এই আইনজীবী। তিনি পাল্টা যুক্তি দেন যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকারেই তিনি টুইটে নিজের কথা বলেছেন। গত ২৭ জুন সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে একটি টুইট করেছিলেন ভূষণ। লেখেন, 'সরকারিভাবে জরুরি অবস্থা না থাকা সত্ত্বেও গত ছ"বছরে কীভাবে ভারতের গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে, তা দেখার সময় সেই ধ্বংসে ইতিহাসবিদরা সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখবেন এবং আরও বিশেষ করে ভারতের শেষ চারজন প্রধান বিচারপতির ভূমিকা (চিহ্নিত করবেন)।' দু"দিন পর প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদকে নিয়ে টুইট করেন প্রশান্ত ভূষণ। তিনি লেখেন, 'মাস্ক বা হেলমেট না পরেই নাগপুরের রাজভবনের এক বিজেপি নেতার ৫০ লাখ টাকার মোটরসাইকেল চালিয়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি। সেই সময়, যখন তিনি সুপ্রিম কোর্টকে লকডাউন মোডে রেখে নাগরিকদের বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন।'

ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে মৃত্যু, আর্থিক সাহায্যের দাবি এলাকাবাসীর

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): টোটোর ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার জুরাহার এলাকায়।পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রুহুল আমিন (৩৪)।পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী মৃত ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে টোটো চালক রুহুল নিজের টোটোর ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার সময় তড়িদাহত হন। এলাকার বাসিন্দারা সাথে সাথেই তাঁকে বুনিয়াদপুরে নিয়ে যায়। বুনিয়াদপুরের রশিদপুর হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি টোটো চালিয়ে সংসার চালাতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী মারা যাওয়ায়, মৃতের স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে, সরকারি আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান এলাকাবাসীরা।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৮.৫০ লক্ষ ছাড়াল, সংক্রমিত ২৫ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ৩১ আগস্ট (হি.স.): বিশ্বে করোনার জেরে মৃত্যু-মিছিল চলছেই। এ পর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ৫০ হাজার করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ। তবে স্বস্তির খবর এটুকুই সংক্রমণ ও মৃত্যুমিছিলের মাঝেই করোনা জয়ীর সংখ্যাটাও বাড়ছে। গোটা বিশ্বে এ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৭৭ লক্ষাধিক মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয়েছে আমেরিকা। এ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে ৬১ লক্ষ ৭৩ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত। প্রাণ হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৮৭ হাজারেরও বেশি। এরপরই তালিকায় রয়েছে ব্রাজিল। সে সেশে এ পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি। মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার করোনা রোগীর। আমেরিকা ও ব্রাজিলের পরই তালিকায় রয়েছে ভারত। এ পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,২১,২৪৬। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৬৪,৪৬৯ জন।

প্রণব মুখার্জী

● প্রথম পাতার পর

পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। তার পরিচয় এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা রইল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার দিল্লির সেনা হাসপাতালে ২১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণে গোটা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দেশের ১৩ তম রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। তাঁর মৃত্যু দেশের তথা জাতির কাছে এক বিরাট ক্ষতি বলে এক শোকবার্তায় অভিহিত করেছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতির পদে আসীন ছিলেন ২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি। বিদেশমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে প্রশাসনে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। এমন এক মহান নেতা ও ব্যক্তি যে আজ আমাদের মধ্যে নেই তা এখনও বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। শোকবার্তায় রাজ্যপাল ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই অভাবনীয় ক্ষতি থেকে সামলে ওঠার জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সোমবার এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন প্রণব মুখার্জির মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জাতির সেবা করেছেন। তিনি অনেকের কাছে একজন সত্যিকারের নেতা এবং অনুপ্রেরণা ছিলেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় আজ নতুন দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।. বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।. এ কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, "তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি।. তিনি এই মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।. প্রণববাবু দেশের অর্থ, প্রতিরক্ষা, বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন ছাড়াও লোকসভা ও রাজ্যসভার দলনেতা, যোজনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ পদেও আসীন ছিলেন।. বাগ্মী ও সুপণ্ডিত প্রণববাবুর রচিত বহু গ্রন্থে রয়েছে তাঁর বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর।. দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রণববাবু ভারতের রাজনীতির উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।. ভারতরত্ন উপাধির বাইরেও এই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচিতি। ভারতীয় রাজনীতির এবং বিশেষত সংসদীয় ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রজ চিন্তকের।. ব্যক্তিগতভাবে প্রণববাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান উপদেশ পেয়েছি.। তিনি আমার জীবনে অভিভাবকতুল্য ছিলেন। আমি তাঁর পুত্র, কন্যা, পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।'

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের ঘটনা হল, একদিনে করোনা আক্রান্ত ১০ জনের মৃত্যু। এখন পর্যন্ত সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছিল ৬ জনের। স্বাভাবিকভাবে মৃতের সংখ্যা ঝড়ের গতিতে বৃদ্ধি ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীকে গভীর চিন্তায় ফেলেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় মৃতের হার ০.৯৬ শতাংশ। এদিকে, করোনা আক্রান্তের হার ত্রিপুরায় ৪.২৮ শতাংশ।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

আজ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু সকলকে আটক করা হয়েছেউ জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, জাতীয় সড়কে বেশি সময় অবরুদ্ধ করতে দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

পাচ্ছেন, জোর গলায় দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, অতীতে গণতন্ত্র লুণ্ঠনকারীরা আজ সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগ এনে হাসির খোরাক হয়েছেন।

পর্যটন শিল্পকে ফের চাঙ্গা করতে সরকারি সাহায্যের আরজি ব্যবসায়ীদেব

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): শিল্পের আর্থিক ক্ষতিপূরণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আবেদন জানাবেন পর্যটন শিল্পের কর্মীরা। মঙ্গলবার জমায়েত হওয়ার ঘোষণা করা হল তাঁদের তরফে। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন উত্তরবঙ্গের পর্যটনকর্মীরা। দুপুর ১২ টায় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন মোড়ে এই জমায়েতের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এবং বিভিন্ন জেলার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে জমায়েত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। দীর্ঘ লকডাউনে দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রই ব্যাপকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। পর্যটন শিল্প তার মধ্যে অন্যতম। টানা প্রায় ৫ মাস ধরে বন্ধ দেশের বিভিন্ন জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। আনলক ফোরেও তা পুরোদমে চালু হতে পারবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। এই অবস্থায় পর্যটন শিল্পকে বাঁচাতে প্রতীকী কর্মসূচি গ্রহণ করলেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অংশীদাররা। লকডাউনের বিরতি কাটিয়ে ধীরে ধীরে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে তৈরি হয়ে উঠেছে দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন ছোটখাটো কেন্দ্র।

মৃতদেহ উদ্ধার

আটের পাতার পর

এ ব্যাপারে কুমারঘাট থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘিরে চাঞ্চল্য

আটের পাতার পর

জন কিশোর দেবের বাড়ি ভিড় জমায় এই অজগরের শাবকটিকে দেখার জন্য।

পরে এক সাক্ষাতে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ জানান যে--- উনার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানাবেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করাহবে।রাতে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসেই রাখা হবে এই অজগর শাবক। পরবর্তীতে এই অজগর শাবকটিকে সিপাহী জলা অভয়ারণ্য নতুবা কোনো গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সাধারণ নাগরিক

পাচের পাতার পর

পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আহত অবস্থায় ৬ জন সাধারণ নাগরিককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মধুপুর প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার মধুপুর প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যায় ভুগছে। মধুপুর গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ মানুষ পশু-পাখি পালন করে তাদের আয় উপার্জনের উৎস বাড়াচ্ছেন। পশু পাখি পালন করার ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য জটিল সমস্যার সম্মুখীন করেছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী পশু ও পাখি প্রেমীরা।এলাকাবাসীর অভিযোগ এলাকায় একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র থাকলেও এই চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রা আসেনা। সপ্তাহে বড়জোর একদিন চিকিৎসককে এই চিকিৎসা কেন্দ্রে পাওয়া যায়। সপ্তাহের অন্যান্য দিন গরহাজির থাকেন।ফলে পশু ও পাখি প্রেমীরা তাদের পশু পাখির চিকিৎসা করাতে এসে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সোমবার বেশ কিছু সখ্যক পশুপাখি নিয়ে এসে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসককে না পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। এমনকি তারা বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হন।তারা আরও অভিযোগ করেন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র টির সামনে আবর্জনার স্তুপ জমে উঠেছে। চিকিৎসা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় জঙ্গল হয়ে গেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে।অবিলম্বে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসকের থাকা এবং পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এলাকার পরিবেশ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে আন্দোলনকারীরা দাবি জানিয়েছেন।এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়ুস মিশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ত্রিপুরা আয়ুস মিশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরে গাংগাইল রোড এলাকায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার।রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার বলেন বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্ত সংকটের কারণে চিকিৎসার পরিসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। যাদের জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন তারা রক্ত পাচ্ছেন না।চিকিৎসা পরিসেবার ক্ষেত্রে এটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সামাজিক সংস্থা গুলি রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে পারছে না। এই সংকটময় মুহূর্তে ত্রিপুরা আয়ুস মিশনএমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন" রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান।এই সংকটময় মুহূর্তে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকবে।

আইনজীবীর

● প্রথম পাতার পর

ইউনিয়নের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি মহিলা কমিশন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যাও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

রবিবার রাতে তিনি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। তখন তাঁকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালে তিনি আইসিইউ-তে ভরতি ছিলেন। আজ দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্বামী ডা. নিলাদ্রী সেনগুপ্ত, মেয়ে ডা. কমলিকা সেনগুপ্ত এবং ছেলে সেনগুপ্তেরও নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য দফতর।

অগ্নিদগ্ধ

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাহ। কিন্ত সেখানে গিয়ে ভয়ংকর বিড়ম্বনার শিকার হয়েছি।

তিনি বলেন, জিবি হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ ভাগ্নিকে নিয়ে গেলে সেখান থেকে আমাদের ক্যানসার হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্ত ক্যানসার হাসপাতালে ১ ঘণ্টার ওপর ছুটাছুটি করেও চিকিৎসকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই, বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি। ভাগ্নিকে ট্রলিতে নিয়ে আমরা অবরোধ করেছি, বলেন তিনিউ খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে যান এবং তাদের তৎপরতায় ভাগ্নির চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তিনি জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষ আজ ভীষণ অসহায়।

শ্রমিকদের বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

তাদেরকে ঐসব দিনের মজুরের টাকা দেওয়া হবে না।কোম্পানি কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অনৈতিক কাজ কর্মে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিকরা। তার শিল্প প্রতিষ্ঠান সামনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেন।তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নিলে আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক তিনি সামলেছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুটি ইউপিএ সরকারের আমলে যখনই কোন শরিকি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তখনই সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি।তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আটের পাতার পর

প্রথমবার জনগণের ভোটে জিতে সংসদে যাওয়ার স্বাদ তিনি পান ২০০৪ সালে। মাত্র ২ বার জনগণের ভোটে জিতে সংসদে গিয়েছেন তিনি।
এহেন প্রণব মুখোপাধ্যায় একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৪ সালে ইউরোমানি পত্রিকার সমীক্ষায় তাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী বলা হয়েছিল। ২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের দৈনিক সংবাদপত্র এমার্জিং মার্কেটস তাকে ""ফাইনান্স মিনিস্টার অফ দ্য ইয়ার ফর এশিয়া' পুরস্কার দিয়েছিল। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে, দ্য ব্যাঙ্কার পত্রিকা তাকে 'ফাইনান্স মিনিস্টার অফ দ্য ইয়াস' সম্মান দিয়েছিল। ভারত সরকার ২০০৮ সালে তাকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ প্রদান করেছিল। ২০১১ সালে উলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডক্টর অফ লেটারস ডিগ্রি দেয়। ২০১২ সালের মার্চ মাসে অসম বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বেশ্বরায়া প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি. লিট ডিগ্রি দেয়। ২০১৩ সালের ৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডক্টরেট অফ ল ডিগ্রি দেয়। ২০১৩ সালের ৫ মার্চ তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' পান। ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ মরিশাস বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টর অফ ল সম্মান দেয়। দেশের প্রতি অবদানের জন্য তাকে ভারতের সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন ও পদ্মবিভূষণ এবং শ্রেষ্ঠ সাংসদ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ২০১৯সালের ২৫ জানুয়ারি তাঁকে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

ইংল্যান্ড সফরের প্রাথমিক দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

২৬ সদস্যের এই দলে জায়গা পেয়েছেন বেশ কিছু নতুন মুখ, আবার বাদ পড়েছেন অনেক অভিজ্ঞ তারকাআগামী সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ইংল্যান্ড সফর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। কবে হবে, সেটার দিনক্ষণ পাকাপাকিভাবে ঠিক না হলেও আগেভাগেই প্রাথমিক দল ঘোষণা করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যাতে খেলোয়াড়েরা আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারেন।করোনাভাইরাস আসার কারণে স্থগিত জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ার পর এটাই হবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সিরিজ।প্রাথমিক দলে ট্রাভিস হেড আর উসমান খাজার অন্তর্ভুক্তিই বলা চলে সবচেয়ে বড় চমক। গত বছরের অ্যাশেজের পর খাজাকে দলে ডাকেনি অস্ট্রেলিয়া। ওদিকে হেড সর্বশেষ সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৮ সালে। কনুইয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রথমবারের মতো দলে ফিরেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। ওদিকে অভিষেকের অপেক্ষায় আছে জশ ফিলিপে, ড্যানিয়েল সিমস ও রিলি মেরেডিথের মতো তরুণেরা।দলে রাখা হয়নি পিটার হ্যান্ডসকম্ব, নাথান কোল্টার-নাইল ও শন মার্শকে।বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। এরপর খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। তারপর সেপ্টেম্বরে হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াই।প্রাথমিক দলে আছেন : স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যারন ফিঞ্চ, মিচেল স্টার্ক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, অ্যালেক্স ক্যারি, উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল মার্শ, ম্যাথু ওয়েড,ট্রাভিস হেড, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাশটন আগার, শন অ্যাবট, ডি'আর্সি শর্ট, কেন রিচার্ডসন, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যান্ড্রু টাই, বেন ম্যাকডারমট, রিলি মেরেডিথ, মাইকেল নেসের, জশ ফিলিপে, ড্যানিয়েল স্যামস।

১৪ জন অধিনায়ক পেয়েছিলেন তিনি

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি অধিনায়কের অধীনে খেলেছেন কে জানেন কি?জেমস অ্যান্ডারসন টেস্ট খেলেছেন ১৫২। ১৭ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে জেমি পেয়েছেন আট অধিনায়ক। সর্বশেষ খেলেছেন বেন স্টোকসের অধীনে। অ্যান্ডারসনের ৮ অধিনায়ক দেখেই যদি অবাক হন, ফ্র্যাঙ্ক উলিকে কী বলবেন!৬৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে উলি ১৪ জন অধিনায়কের অধীনে খেলেছেন, একজন খেলোয়াড়ের যেটি সর্বোচ্চ। এরপরই আছেন শিবনারায়ণ চন্দরপাল। তিনি খেলেছেন ১৩ অধিনায়কের অধীনে। মুশতাক আহমেদ, জ্যাক হবস ও ইনজামাম-উল-হক খেলেছেন ১২ অধিনায়কের অধীনে।১০৪ টেস্ট খেলা মার্ক টেলর এক অর্থে খেলেছেন মাত্র একজনের অধীনে। অ্যালান বোর্ডারের নেতৃত্বে খেলেছেন ৫৪ টেস্ট, বাকি ৫০ টেস্টে তিনি নিজেই অধিনায়ক ছিলেন। সব ঠিক থাকলে জো রুট নাম তুলতে পারেন এ তালিকায়। ৯২ টেস্টের ৫৩টি খেলেছেন অ্যালিস্টার কুকের অধীনে। ৩৯টিতে ছিলেন নিজেই অধিনায়ক। ১৬৮ টেস্ট খেলা স্টিভ ওয়াহ খেলেছেন তিন অধিনায়কের অধীনে। ৬৫টি অ্যালান বোর্ডার, ৪৬টি টেলরের অধীনে। বাকি ৫৭টি ছিলেন নিজেই অধিনায়ক।

৫৩ টেস্ট খেলা মার্ভ হিউজের পুরো টেস্ট ক্যারিয়ারটাই কেটেছে বোর্ডারের অধীনে। এক অধিনায়কের অধীনে এত দীর্ঘ ক্যারিয়ার আর কোনো ক্রিকেটারের নেই। এ তালিকায় তাঁর পরে আছেন জিওফ মার্শ। বোর্ডারের অধীনেই ৫০ টেস্ট খেলেছেন মার্শ। ঠিক বিপরীত চিত্র জর্জ হেডলির পরিসংখ্যানে। ২২ ম্যাচের ক্যারিয়ারে পেয়েছেন ৯ অধিনায়ক। প্রতি ২.৪৪ ম্যাচে একজন করে নতুন অধিনায়ক পেয়েছেন হেডলি। অন্তত ২০টির বেশি টেস্ট খেলেছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁরই বেশি ঘন ঘন অধিনায়ক বদলেছে।

লেখার শুরুতে যে অ্যান্ডারসনের কথা বলা হলো, ১৫২ টেস্ট খেলে ফেলেছেন, তাঁর কখনোই স্বাদ পাওয়া হয়নি অধিনায়কত্বের। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অধিনায়কত্ব না করার রেকর্ডে তিনিই সবচেয়ে এগিয়ে।

তাঁর পরেই আছেন শেন ওয়ার্ন, ১৪৫ টেস্টে কখনোই নেতৃত্ব দিতে পারেননি দলকে। তিনে থাকা স্টুয়ার্ট ব্রড ১৩৮ টেস্টে কোনো অধিনায়কত্ব করেননি। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আছেন ভিভিএস লক্ষণ, ১৩৪ টেস্ট খেলেছেন অধিনায়কত্ব ছাড়াই।টেস্টে ব্রায়ান লারা আর গ্রায়েম স্মিথ নেতৃত্ব দিয়েছেন মোট ৫৬ খেলোয়াড়কে, এত বেশি খেলোয়াড়কে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড নেই আর কোনো অধিনায়কের। বোর্ডার নেতৃত্ব দিয়েছেন ৫৫ খেলোয়াড়কে। ডেভিড গাওয়ার ৫৩, গ্রাহাম গুচ ও মাইক আথারটন নেতৃত্ব দিয়েছেন ৫২ খেলোয়াড়কে।

গোলাপি আনন্দের অপেক্ষায় ভুবনেশ্বর

আর যা-ই হোক, এই সিরিজটা আয়োজনে ভারত, অস্ট্রেলিয়া দুই দলেরই অনেক আগ্রহ। অস্ট্রেলিয়ারই বেশি। একে তো ভারত-অস্ট্রেলিয়া মানে দারুণ ক্রিকেটীয় লড়াই, তারওপর সিরিজটা থেকে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের ৩০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার আয় হতে পারে বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম। করোনাভাইরাস শেষ পর্যন্ত কোনো সিরিজ হতে দেয় না দেয় তার ঠিক নেই বটে, তবে চার টেস্টের এই সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দুই বোর্ডইবিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)উঠেপড়ে লেগেছে সিরিজ আয়োজনে।তা সিরিজ এখনো নিশ্চিত না হলেও এ নিয়ে কথাবার্তা-আলোচনা-আশাবাদ শুরু হয়ে গেছে। ভারতের ফাস্ট বোলার ভুবনেশ্বর কুমার সম্প্রতি কথা বলেছেন এই সিরিজ নিয়ে। তাতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টটি। সেটি যে দিবারাত্রির টেস্ট! গোলাপি বলের টেস্টকে ভুবনেশ্বরের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, পাশাপাশি টেস্টটা অনেক মজার হবে বলেও ধারণা ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় ফাস্ট বোলার।"ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সিরিজ নিয়ে সবাই-ই খুব রোমাঞ্চিত। অনেক লম্বা সময় পর ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবে সবাই। তা ছাড়া আমরা খেলব ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিনতম প্রতিপক্ষদের একটির সঙ্গে"ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইকে বলেছেন ভুবনেশ্বর।অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে সাতটি দিবারাত্রি টেস্ট খেলেছে, তুলনায় ভারতের অভিজ্ঞতা বলতে গত নভেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে কলকাতায় একমাত্র দিবারাত্রির টেস্ট। স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞতায় অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে। গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ানদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরও, তবে পরে বললেন, "অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে খেলা অনেক মজার হবে।"এতদিন পর ক্রিকেটে ফিরতে পারাই বা কম মজার কী! করোনাভাইরাসের কারণে সব বন্ধই ছিল, কদিন হলো ক্রিকেট ফিরতে শুরু করেছে মাঠে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সাউদাম্পটনে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে, ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্বিতীয় টেস্ট চলছে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটাররা এখনো বলতে গেলে ঘরবন্দীই। ভারতে করোনার প্রকোপ অনেক বেশি, আক্রান্তের সংখ্যায় এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পর বিশ্বে তৃতীয় ভারত। করোনার কারণেই অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হতে পারে ভারতীয় দলকে।এর মধ্যে অবশ্য ভালো একটা দিকও খুঁজে বের করেছেন ভারতীয়দের প্রিয় "ভুবি।" কোয়ারেন্টিন মানে যে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সুযোগ! "হ্যাঁ, কোয়ারেন্টিন তো নিশ্চিতভাবেই ওই কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, আরও ভালো প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে"বললেন ভুবনেশ্বর।কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে ভারতীয় পেস আক্রমণতা অনেকেই বলছেন। ভুবনেশ্বরের পাশাপাশি মোহাম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা মিলে গত বছর দু-তিনেকে ভারতের পেস আক্রমণ হয়ে উঠেছে দারুণ শক্তিশালী ও বৈচিত্রময়। অনেকের চোখেই বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর পেস আক্রমণ ভারতের। আসলেই ভারতের পেস আক্রমণ বিশ্বের সেরা কি নাসে প্রশ্নে বুমরার উত্তর, "সেরা কি না বলতে পারব না, তবে সবার যেরকম দক্ষতা, তাতে আমাদের পেস বোলিং আক্রমণ যে অনেক ভালো তা নিয়ে সংশয় নেই। সব অবস্থাতেই আপনাকে আপনার অধিনায়কের ভরসার দাম দিতে হবে, বিরাটও (ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি) আমাদের প্রত্যেককে অনেক সাহায্য করে।"১৯ বছর বয়সে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকারকে শূন্য রানে বোল্ড করে প্রথম আলোচনায় আসা ভুবনেশ্বর এ পর্যন্ত ভারতের হয়ে ২১টি টেস্ট, ১১৪টি ওয়ানডে ও ৪৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তবে অনেকদিন হয়ে গেছে, তাঁকে ভারতের জার্সিতে দেখা যায়নি। মার্চের পর থেকে তো করোনাই সব থামিয়ে রেখেছে, করোনা হানা দেওয়ার আগে নিউজিল্যান্ডে ভারতের সর্বশেষ টেস্টেও চোটের কারণে ভুবি খেলতে পারেননি। আপাতত বাড়িতেই ফিটনেস ধরে রাখার সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে মাঠে ফিরতে যেন তর সইছে না ভুবনেশ্বরের, "জানি না ক্রিকেট কবে আবার শুরু হবে, তবে মাঠে ফিরতে সবাই-ই উন্মুখ হয়ে আছি।"তা এতকিছু নিয়ে কথা হলো, আর আইপিএল প্রসঙ্গ থাকবে না? অস্ট্রেলিয়ায় অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যে এ বছর আর হচ্ছে না, তা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার অপেক্ষায়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) চায় সে সময়টাতে আইপিএল আয়োজন করতে। এপ্রিল-মে মাসে হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে এ বছর আইপিএলও পিছিয়ে গেছে। তবে করোনা এখনো ভারতে যেমন দাপুটে, তাতে ভারতেই আইপিএল হবে নাকি অন্য কোনো দেশে, তা নিশ্চিত নয়। এখানেও ভুবনেশ্বরের আকুলতা, "চাই যেন আইপিএলটা এ বছরে হয়। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই খেলতে রাজি আমরা।"

ধোনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ কামরান আকমল

২০০৬ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে সিরিজ কেড়ে নেওয়ার জন্য কৃতিত্ব তো ধোনিকে দিচ্ছেনই, তাঁকে ভারতের সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানও বলছেন কামরান আকমল।দুবছর আগে-পরে দুজনের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরু। পাকিস্তানের জার্সিতে কামরান আকমলের অভিষেক ২০০২ সালে, মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দলে অভিষেক দুবছর পর। কীর্তিতে অবশ্য কামরানের সঙ্গে ধোনির তুলনাই হয় না! ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতকে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উপহার দেওয়ার পর ধোনিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে জিতেছেন ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সৌরভ গাঙ্গুলীর পর ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল অধিনায়কও বলা হয় তাঁকেই। সেই ধোনির প্রশংসায় এবার পঞ্চমুখ কামরান আকমল।ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে যাওয়ার জন্য বাকিদের থেকে ধোনি আলাদা। ঠাণ্ডা মাথার ফিনিশিংয়ের জন্য আলাদা খ্যাতিও কুড়িয়েছেন। খুব কাছ থেকেই ধোনিকে দেখেছেন আকমল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কামরান বলছেন, 'আমার মনে হয় সে ভারতের সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। সে ভারতের জন্য যা করেছে, অবিশ্বাস্য। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে পঞ্চাশের বেশি গড় এবং এত ম্যাচ জেতানো ইনিংস ধারাবাহিকভাবে খেলে যাওয়া খুবই কঠিন। আর এই কঠিন কাজটাই করে এসেছে ধোনি।'পাকিস্তানের হয়ে ৫৩টি টেস্ট ম্যাচ, ১৫৭টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা আকমলের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল ২০০৬ সালের পাক-ভারত সিরিজ। পাকিস্তানের মাটিতে সেবার ভারত যে পাকিস্তানের কাছ থেকে সিরিজটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাতে ধোনির অনেক বড় অবদান। আকমল সেই সিরিজের কথা উল্লেখ করে বলছিলেন, 'এখনও মনে পড়ে ধোনির দাপটে পাকিস্তানের হাত থেকে ওয়ানডে সিরিজ একাই

No.F.(5-22)/PROC/IEC/TSACS/2019-20
Dated Aguest 28th/2020

Notice Inviting Quoation

Sealed Quoatation in two (2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura State AIDS Control Society, Agartala, Tripura from the resourceful and reliable experienced Agencies / Owners / or their authorized agencies for supply of Messages bearing T-Shirt.

The Detailed information, terms & conditions and description, specification etc. may be collected from the office the of the undersigned (from Procurement section) on any working day between 11a.m. to 4p.m. of 14th September, 2020 or can be down loaded the same from the related website health.tripura.gov.in. The last date of receiving quotation is up to 4-00 p.m. of 15th September 2020 and will be opened on next working day at 3 p.m. if possible.

(Dr. P.K Majumder)
Project Director
Tripura State AIDS Control Society
Agartala, Tripura

PN leT No-06/EE(Agri)/N/2020-21

SI No	e-D.N.I.T No.	Estimated Cost
1	DNIT No e-06/EE/AGRI/(N)/ 2020-21	Rs. 3.10,062.00

Last date & time tor document downloading and bidding up-to 15.00 Hrs on 14-09-2020 and time and date of opening of the bid at 15.30 Hrs. on 27-08-2020 (if Possible).
Note : For more details please visit: httos://trinuratenders.zov.in or office of the undersigned.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
ICA/C-1507/2020-21

(Er. Sukumar Ch Das)
EXECUTIVE ENGINEER DEPART-
MENT OF AGRICULTURE
DHARMANACAR, NORTH TRIPURA

PNIe-T NO:- 09/EE-I/2020-21, Dated 28/08/2020

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up ti? 15.00 hours on 19-09-2020 for 02(Two) Nos. Maintenapce work. For details visit hftps://tripuratenders.govin or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C-1499/2020-21

(ER. R. CHOWDHURY)
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD
(R & B), AGARTALA, WEST
TRIPURA

প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোকাহত উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকাহত উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। সোমবার নিজের টুইটে এক শোক বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, দেশ বরিষ্ঠ একজন রাষ্ট্রনেতাকে হারাল। রাজনীতিতে তার সূচনা হয়েছিল সাধারণভাবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম, অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠার সহযোগে তিনি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আরোহন করতে পেরেছিলেন। সুদীর্ঘ জনসেবার জীবনে তিনি যে মন্ত্রক এবং পদের দায়িত্বে ছিলেন সেই পদের সম্মান ও গরিমা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং নিষ্ঠা বোধ এনেছিলেন।সংসদীয রাজনীতিতে অবদানের জন্য সেরা সংসদের সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। দেশের প্রতি সর্বোচ্চ অবদানের জন্য তাকে ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়েছিল। তার মতো এক দূরদর্শী পূর্ণ নেতার প্রয়াণে দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি সেনা হাসপাতালে প্রায় ২১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি।অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক তিনি সামলেছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুটি ইউপিএ সরকারের আমলে যখনই কোন শরিকি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তখনই সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোক প্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের দুর্ভাগ্যজনক খবরে দেশবাসী গভীরভাবে শোকাহত। তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সকল দেশবাসীর সঙ্গে আমিও যুক্ত হলাম।তার পরিবার পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ী প্রতি সমবেদনা রইল।'

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি সেনা হাসপাতালে প্রায় ২১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। অর্থ, বিদেশ, প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক তিনি সামলেছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুটি ইউপিএ সরকারের আমলে যখনই কোন শরিকি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তখনই সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াণে শোক প্রকাশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, মাতৃভূমির প্রতি নিরলস অবদানের জন্য দেশবাসীর কাছে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জীবন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনীতিতে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে।প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা রইল।প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। নিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে সেবা করে গিয়েছেন তিনি। তার অসাধারন রাজনৈতিক জীবন দেশকে গৌরবান্বিত করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি সেনা হাসপাতালে প্রায় ২১ দিন

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার থেকে রাজ্যের সমস্ত বাজার গুলিকে স্থানান্তরিক করে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। ছবি-নিজস্ব।

যুবককে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। সিপাহী জলা জেলার সোনামোড়া থানা এলাকার ওরমাই গাও সভার তিন নম্বর ওয়ার্ডএলাকায় এক উপজাতি যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত উপজাতি যুবকের নাম বিদ্যুৎ দেববর্মা।স্থানীয় লোকজন আহত যুবককে উদ্ধার করে সুনামুরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সোনামুড়া হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।উপজাতি যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সোনাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ এলাকায় ছুটে যায়।অভিযুক্তদের সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পুলিশের কাছে দিতে পারেনি আক্রান্ত যুবক ও তার পরিবারের লোকজন রা। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।কেন তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের জন্য সুনামুরা থানার পুলিশ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।এদিকে জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত যুবক অবস্থা সঙ্কটজনক।

বোধজংনগরে কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। শিল্পতালুক বুধজংনগরে অভিসার বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অনৈতিক কাজ কর্ম ঘিরে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা সোমবার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সংক্রমিত হয়।এই খবর পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা নিজেদের জীবন নিরাপত্তার স্বার্থে হোম কোয়ারেন্টাইন এ যান। এসব বিষয় নিয়ে ওইসব শ্রমিক-কর্মচারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তার সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাতে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সাড়া দেননি।উপরন্তু তাদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতি থাকার কারণ দেখিয়ে নো ওয়ার্ক নামে একটি নোটিশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।এ ধরনের নোটিশ পাওয়ার পর থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সোমবার সকালে।সোমবার সকালে হোম-কোয়ারেন্টিন শেষ হওয়ার পর ওইসব শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে আসলে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যারা এতদিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ আগস্ট।। মহামারী করোনা প্রকোপ কালেও যখন স্বাস্থ্য বিভাগ গুলি থাকে বন্ধ তখন গ্রাম কিবা শহর নয় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যদিও শহরের ক্ষেত্রে অনেকটাই আলাদা পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্য বিভাগ থাকায় এবং যোগাযোগ মাধ্যম গুলি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় স্বাস্থ্যপরিসেবা পেতে বেগ পেতে হয়না জনগণকে। আর উল্টো দিকে যদি হয় প্রত্যন্ত অঞ্চল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে স্বাস্থ্যপরিসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই জনজাতী অংশের লোকদের। এমনই এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের জলজ্যান্ত চিত্র ফুটে উঠে এলো আমাদের লেন্স বন্দী হয়ে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের প্রজা বাহাদুর মলসোমপাড়া। এখানে একটি সুসজ্জিত হেলথ সাব সেন্টার রয়েছে বটে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বর্তমানে করুনা প্রকোপ কালেও প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ এই সাব সেন্টারটি। অথচ উল্টোদিকে এই পাড়ার শিশু থেকে বয়স্ক অনেকেরই বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে যেমন সর্দি জ্বর কাশি ইত্যাদি নিয়ে ঘরে বসেই বিনাচিকিৎসায় দিন গুজরান করতে হচ্ছে। এক এলাকাবাসী আরো জানায় নুনাছড়া থেকে তেলিয়ামুড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে প্রায় ১০০০ টাকা গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয়। এমনিতেই জনজীবন বিপন্ন নেই কাজ নেই খাদ্য পাহাড়ে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ও যখন স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আসতে পারছেনা জনগণ তখন সেটা থেকে লাভ কি। যদিও প্রতি সপ্তাহে তিন দিন অর্থাৎ সোমবার বুধবার ও শুক্রবার এই সাব সেন্টারটি সম্পূর্ণ খোলা থাকার কথা সকাল আটটা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। কিন্তু একমাস ধরে কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর দেখা নেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অথচ বিভিন্ন রোগের উপসর্গ নিয়ে বিনাচিকিৎসায় ঘরে থেকেই মৃত্যুর প্রহর গুনছে এলাকাবাসীরা। আবার দেখার বিষয় খবর সম্প্রচারের পর স্বাস্থ্য আধিকারিকদের শীত ঘুম ভাঙবে কিনা

বেআইনী কাঠ উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ আগস্ট।। রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে বনজ সম্পদ পাচারের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবেশের ওপর মারাত্মক ও প্রভাব পড়তে শুরু করেছ।লক ডাউন এর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বনদস্যুরা তাদের তৎপরতা আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করেছে। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার ৪৫ মাইলের জঙ্গলে অফিসার চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। বনদপ্তর এর রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয়া দেবনাথ এর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল ৪৫ বাইরের জঙ্গলে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে বনদস্যুরা কার্ড তৈরি করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।সেই খবরের ভিত্তিতে রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ৪৫ মাইলের জঙ্গলে হানা দেন।সেখানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হন রেঞ্জ অফিসার।কাঠ গুলি উদ্ধার করে বনদপ্তরের তেলিয়ামুড়া অফিসে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উদ্ধার করা কাঠের বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের অফিসার সুপ্রিয়া দেবনাথ। লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই চক্রের জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।ধারণা করা হচ্ছে বড় দপ্তরের কর্মীদের আসতে দেখে কাঠ পাচার চক্রের জড়িতরা পালিয়ে গেছে।এই চক্রের জড়িতদের আটক করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করে চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য ১৮ মুরা পাহাড়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রতিদিন গাছের লগ ও কাঠ অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। এইসব কাঠ বাংলাদেশেও পাচার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা সাফল্য পাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বনদপ্তরের কর্মীরাও পাচারকারীদের সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছে না। এভাবে রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে কাঠ পাচারের ফলে বড় সম্পদ দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

রাস্তা নির্মাণের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভবন এলাকায় রাস্তা নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ করেন এলাকার। অবরোধের ফলে এলাকাটি দীর্ঘক্ষণ অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।এলাকাবাসীর অভিযোগ এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন।কিন্তু মধ্য ভবন এলাকায় রাস্তা সংস্কার এবং নির্মাণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।ফলে এলাকার কৃষক সহ সাধারন মানুষ যাতায়াত করতে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তারা আরো জানান এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিজীবী। কৃষি কাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ।তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার জন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজন।রাস্তাঘাটের সমস্যার জন্য তারা সময়মতো উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যেতে পারছেন না।ফলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।এসব বিষয় বিবেচনা করে অবিলম্বে এলাকায় রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে তারা সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।তাদের অভিযোগ নির্বাচন এলেই বিভিন্ন দলের নেতারা এলাকার রাস্তাঘাট তৈরি বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন এবং মায়াকান্না কেঁদে থাকেন। ভোটের বৈতরণী পার হয়ে গেলেই তারা এলাকার রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে আর কথা বলেন না। নেতা মাতব্বরদের এ ধরনের কার্যকলাপেএলাকার সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সোমবার এলাকাবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ফলে এলাকার জনগণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে যান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তারা আলোচনায় মিলিত হন।অবিলম্বে মধ্য ভবন এলাকায় রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়।প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন না ঘটায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে স্পষ্ট ভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপাতত তারা অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

মাছ ধরা নিয়ে দুই পরিবারে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ আগস্ট।। ছড়ার জলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট।দা লাঠি দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম সংঘাত। আহত উভয়পক্ষের ৮ জন পুরুষ মহিলা ও শিশু। অবস্থা গুরুতর হওয়াতে সকলকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর। ঘটনা চুড়াইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের ছোট ছড়ার জলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চরম মারপিট সংঘটিত হয়েছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ।দুই পক্ষের তরফ থেকে চুরাইবাড়ি থানায় মামলা দায়ের। ঘটনা স্থলে সানীয় থানার পুলিশ উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে দু পক্ষের ৮ জন পুরুষ মহিলা ও শিশু গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।দু পক্ষের অভিযোগ মূলে পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজির উদ্দিন পিতা মশরফ আলীর যায়গার উপর দিয়ে একটি ছোট ছড়া অবসিত।গত ২ দিন যাবৎ প্রবল বৃষ্টিপাতের ধরুন উক্ত ছড়ায় মাছ ধরতে যায় পাশের বাড়ির আব্দুল নুরের ছেলে সুজেল উদ্দিন এমনটা জায়গা মালিক মজির উদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ। তাদের অভিযোগ, আব্দুল নুরের ছেলে সুজেল হোসেনকে তাদের জায়গার উপর মাছ ধরতে বাধা দিলে আব্দুল নুর সহ তার আত্মীয় স্বজনরা অতর্কিতভাবে জায়গার মালিক মজির উদ্দিন (৫৩) স্ত্রী আয়াতুন নেছা ও ছেলে আব্বাস উদ্দীনকে দা লাঠি দিয়ে হামলা চালিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে। অপরদিকে পাশের বাড়ি আব্দুল নুরের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের এগারো বছরের ছেলে সুজেল হোসেন আজ সকালে মজির উদ্দিনের জায়গার উপর ছোট ছড়াতে মাছ ধরতে গিয়েছিলে। আর সেই অপরাধে তাদের ছেলেকে মারধোর করতে শুরু করে জায়গা মালিক মজির উদ্দিন তার স্ত্রী ও পুত্র।ছেলের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তারা বেরিয়ে ঘটনাস্থলে আসলে তাদের উপর চড়াও হয় মজির উদ্দিন তার ছেলে ও স্ত্রী। তাদের দা ও লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন আব্দুল

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.): অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন ভারতীয় রাজনৈতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। ৮৪ বছর বয়েসে সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের অর্থ, প্রতিরক্ষা ও বিদেশ মন্ত্রকের মত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব সামলানো প্রণব মুখোপাধ্যায়। বিগত ২১ দিন ধরে দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বিগত কয়েক দিন কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য।মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার কারণে অস্ত্রোপচারের জন্য দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর লালারসের নমুনায় করোনা ধরা পড়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। আজ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগের অবসান। সেই সঙ্গে থেমে গেল পাঁচদশকের রাজনৈতিক ইতিহাস।

১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের বীরভূম জেলার মিরাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। বাবা কামদাকিঙ্কর ছিলেন সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্য হন তিনি। শিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্নাতক হন তিনি। এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন পাশ করেন। ১৯৫৭ সালের ১৩ জুলাই প্রণব মুখোপাধ্যায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতায় ডাক বিভাগের কারণিক পদে যোগ দেন তিনি। ১৯৬৩ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কাজ শুরু করেন। 'দেশের ডাক' নামে একটি সংবাদপত্রে কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছিলেন তিনি।

রাজনীতিতে প্রণববাবুর উত্থান হয়েছিল কার্যত তরতরিয়ে। ১৯৬৯ সালে মেদিনীপুর উপ-নির্বাচনে তাঁর রণনীতিতে জয়লাভ করেন নির্দল প্রার্থী। এতেই ইন্দিরা গান্ধীর নজরে পড়েন তিনি। প্রণববাবুকে দলে যোগদান করান ইন্দিরা। সেই বছরই রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। এর পরও ৪ বার রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন তিনি।

সংসদীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েই ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত সৈনিকে পরিণত হন প্রণব। যার ফলে ১৯৭৩ সালে মন্ত্রিসভায় জায়গা পান তিনি। তাঁকে শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী করা হয়। জরুরি অবস্থাতেও ইন্দিরার পাশে ছিলেন প্রণব। ১৯৮২ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরলে অর্থমন্ত্রী হন প্রণববাবু। ১৯৮০ সালে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতা হন প্রণববাবু।

ইন্দিরাগান্ধীর হত্যার পর রাজীবের সঙ্গে মতানৈক্যের পর তাল কাটে। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয় প্রণবকে। সেই সময় রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস নামে একটি দল গঠন করেন তিনি। তবে তা তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯৮৯ সালে ফের কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে বিলয় ঘটান তাঁর দলের।

১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যার পর কংগ্রেসে ফের সক্রিয় হন প্রণব। তাঁকে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও। পরে তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দেব প্রণব মুখোপাধ্যায়। নরসিংহ রায়ের মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান তিনি। ১৯৮৫ সালে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হন প্রণববাবু। ২০০০ সালে তাঁকে ফের এই পদ গ্রহণ করতে হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তিনি। যদিও কংগ্রেস নেতাদের একাংশের মতে রাজ্যের রাজনীতিতে উৎসাহ ছিল না প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর মন পড়ে থাকত দিল্লিতে।

২০০৪ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর আসন থেকে জিতে প্রথমবার লোকসভায় যান প্রণব মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসের লোকসভার নেতা নির্বাচিত হন তিনি। ২০০৪ সালে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পর সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবেন না বলে ঘোষণা করলে প্রণববাবুর নাম নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়। যদিও শেষ মুহূর্তে মনমোহন সিংয়ের নাম ঘোষণা করেন সোনিয়া।

২০০৭ সাল একইভাবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে জোর আলোচনা হয়। কিন্তু তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে অব্যহতি দিতে রাজি ছিলেন না মনমোহন সিং। ফলে সেযাত্রায় রাষ্ট্রপতি হওয়া হয়নি তাঁর।

মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন প্রণববাবু। অর্থ, প্রতিরক্ষা ও বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০১২ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করেন প্রণব। এর পর কংগ্রেসের তরফে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। ২০০১২ সালের ২৫ জুলাই প্রথম বাঙালি হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি হন প্রণব মুখোপাধ্যায়। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১৯ সালে তাঁকে ভারতরত্নে ভূষিত করে কেন্দ্রীয় সরকার।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও কখনও দুর্নীতি স্পর্শ করেনি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় দিল্লিতে বাঙালির অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। তবে জননেতা হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। সংসদীয় রাজনীতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় মারুতী ভ্যানে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগর তিন নম্বর রোডে সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মারতী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। মারুতি গাড়ির নম্বর টি আর ০১ ডি ২২৭৮। জানা যায় এটি একটি সরকারি অফিসের ভাড়া করা গাড়ি।গাড়ির চালক এদিন সকালে রামনগর ট্রেন নম্বর রোডে এক অফিস কর্মকর্তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিলো গাড়ির চালক। হঠাৎ গাড়ির চালক লক্ষ করে সিটের নিচ থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় গাড়ি চালক। গাড়িতে আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িচালক দমকল বাহিনীকে ফোন করে। গাড়ির চালকের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে আসেন। তারা আগুন আয়ত্তে আনার জন্য চেষ্টা করেন। এরইমধ্যে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আগুন আয়ত্তে আনে।তবে এরই মধ্যে গাড়িটি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতার ফলে গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হতে পারিনি। ফলে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে এলাকার বাড়িঘর। গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পার ত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মারোতি গাড়িত অগ্নিকাণ্ডের খবর এ এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। কুমারঘাট এর সোনাইমুড়ী এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বাদল দাস। জানাজায় গতকাল রাতে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমোতে যায় ওই যুবক। আজ সকালে তার বাড়ির পাশেই জঙ্গলে একটি গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনদের। খবর পাঠানো হয় কুমারঘাট থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ আগস্ট।। অজগর শাবক উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল গ্রামে রবিবার রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানাযায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল গ্রামের বাসিন্দা কিশোর দেব পাশায় এস পি ও জওয়ান রবিবার রাতের খাবার সেরে রান্নাঘরের পেছনে দরজা বন্ধ করতে যান।তখন উনি প্রত্যক্ষ করে দরজার উপরের দিকে একটি সাপ। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের ডাকেন। দেখা যায় একটি অজগর সাপের শাবক উপরে অবস্থান রত। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের নেতৃত্বে এক টিম। অনেকক্ষণ চেস্টার পর উদ্ধার করে এই অজগর সাপের শাবকটিকে। এদিকে জনবহুল এলাকায় অজগর সাপের শাবক উদ্ধারের খবরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছরিয়ে পরে। রাতেই এলাকার অনেক কৌতুহলী মানুষ-

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠন একযোগে ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।